তামাকের খবর

ডিসেম্বর ২০১৪

তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সাময়িকী

PROGGA Knowledge for Progress

শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ চাই

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল
অফিস-আদালতসহ সকল আচ্ছাদিত
কর্মস্থল

রেস্তোরাঁ, বিপণি বিতান
বিনোদন কেন্দ্র

স্টেশন, টার্মিনাল, যাত্রীসারিসহ সকল
পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহণে
ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য
অপরাধ

তামাক চাষ নিরুৎসাহিতকরণে
কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন ও
বাস্তবায়ন করতে হবে

প্রসঙ্গ কথা

তামাক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকা দিন দিন জোরালো হচ্ছে। পত্র-পত্রিকা, অনলাইন, টেলিভিশন প্রভৃতির পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রচারণা এখন চোখে পড়ার মতো। অতি সম্প্রতি প্রভাবশালী দুটি বহুজাতিক তামাক কোম্পানির প্রচারণামূলক কনসার্ট বন্ধে প্রচলিত গণমাধ্যমের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে তামাক কোম্পানির মত শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরূদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করা সহজ কাজ নয়। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা সেই কঠিন কাজটিই করে যাচ্ছেন। সাংবাদিক বন্ধুদের প্রতি আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন। প্রতিবারের মতো এবারের তামাকচাষ মৌসুমেও দেশব্যাপী পাহাড়, নদ- নদীর তীর, চরাঞ্চল ও সমতলের বিস্তর শস্যভূমি সবুজ বিষে ছেয়ে গেছে। তবে সুখের বিষয় তামাকচাষিরাও এখন বুঝতে পারছে তামাকচাষ তাদের জন্য লাভজনক নয়, ক্ষতিকর লাভের প্রলোভন মাত্র। তারা তামাকের বিকল্প ফসল চাষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইতোমধ্যে বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছে। সম্প্রতি 'আত্মা' এসব বিক্ষুব্ধ কৃষক সমাজের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আদায়ে সংবাদ সম্মেলন ও নীতি সংলাপ করেছে। আমাদের প্রত্যাশা সরকার তামাকচাষের ভয়াবহ ক্ষতি রুখতে এ বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করবে। একইভাবে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিধিমালা চূড়ান্তকরণেও সরকার গুরুত্ব প্রদান করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। চলতি বাজেটে তামাকে করারোপের বিষয়টি গণমাধ্যমে যেভাবে গুরুত্ব পেয়েছে, আগামী বাজেটেও এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। তামাকজনিত রোগ-মৃত্যু হ্রাসে গণমাধ্যমের চলমান এই প্রয়াসে আমাদের সমর্থন সবসময় আছে এবং থাকবে।

তামাকের খবর তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সাময়িকী

PROGGA Knowledge for Progress

তামাক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যম: সাম্প্রতিক ধারা

গণমাধ্যমের জোরালো অবস্থানের কারণে সম্প্রতি দু'টি বহুজাতিক তামাক কোম্পানি তাদের অবৈধ কনসার্ট স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে। বিধিমালা চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়াতেও গণমাধ্যম শক্তিশালী ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে। গণমাধ্যম কর্মী বিশেষ করে আত্মার সদস্যদের কড়া নজরদারির কারণেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে সিগারেট কোম্পানির বাজেট পূর্ববর্তী সভা ছিল প্রায় ফলশূণ্য। বস্তুত বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমের শক্তিশালী অবস্থান এখন আর কোনো অনুমান নির্ভর বিষয় নয়। তামাক কোম্পানির আগ্রাসী বিপণণ কৌশল, আইন লঙ্ঘন, তামাক চাষ সম্প্রসারণে নানাবিধ হস্তক্ষেপ এবং এসবের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজ ও নীতি-নির্ধারণী মহলের প্রতিবাদ প্রভৃতির কোন কিছুই আর এখন গণমাধ্যমের দৃষ্টি এড়াতে পারছে না।

প্রজ্ঞা'র মিডিয়া মনিটরিং ডাটা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গত ৮ মাসে (মে-ডিসেম্বর ২০১৪) তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক মোট খবরাখবর বেরিয়েছে ৪৪৮৮টি (চিত্র)। এই সংখ্যা আগের ৮ মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ২০১৩-এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত ছিল ২৯০১টি। সুতরাং গত ৮ মাসে খবরাখবর বেড়েছে প্রায় ৫৫ শতাংশ। অন্যদিকে, বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা যায় (চিত্র), এই সময়ে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে করারোপ বিষয়ে ১০৪৭টি, যা আগের ৮ মাসের তুলনায় প্রায় ৯ গুণ বেশি। গণমাধ্যমের এই প্রচেষ্টা বাজেটে প্রথমবারের মত সব ধরনের তামাকে ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ, বিড়ি ও সিগারেটে সীমিত পর্যায়ে করারোপ এবং জর্দা ও গুলের সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬০ শতাংশ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পাবলিক প্লেস এবং পরিবহণে ধূমপানের ফলে ক্ষতির শিকার হন অসংখ্য নারী ও শিশুসহ সকল অধূমপায়ী, যা গণমাধ্যমের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। এসময়ে দেশব্যাপী আইন ভঙ্গ করে ধূমপান বিষয়ে খবরাখবর প্রকাশিত হয়েছে মোট ৬৫৮টি। একইসাথে তামাকের প্রচার-প্রচারণা, বাজার-জাতকরণ ও পৃষ্ঠপোষকতা বিষয়ক খবর বেরিয়েছে মোট ২৪৩টি, যা পূর্বের একই সময়ের তুলনায় প্রায় আড়াই গুণ বেশি। সংশোধিত আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে তামাক কোম্পানিগুলো আরও মরিয়া হয়ে উঠেছে। আইন ভেঙে পণ্য বাজারজাতকরণে বের করছে নিত্যনতুন কৌশল। গণমাধ্যমও এসবে সজাগ দৃষ্টি রাখছে। প্রতিনিয়ত তামাক কোম্পানির বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপ মানুষের সামনে তুলে ধরছে। এছাড়া তামাক চাষে তামাক কোম্পানির আগ্রাসী কর্মকাণ্ড বিষয়েও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খবর প্রকাশিত হয়েছে এসময়ে। ২০১৩ সালের এপ্রিলে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধীত আকারে পাশ হলেও আইনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারা বিধিমালার অভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। বিধিমালা চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়া প্রায় দেড় বছর আগে শুরু হলেও তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপে এখনও তা আলোর মুখ দেখেনি। বিষয়টি গণমাধ্যমের নজর এড়াতে পারেনি। তাই গত ৮ মাসে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিষয়ে সংবাদ বেরিয়েছে মোট ২৭০টি, যার উল্লেখযোগ্য অংশই বিধিমালা কেন্দ্রিক। গণমাধ্যমের এই ইতিবাচক ধারা শুধু সংখ্যাভিত্তিক নয়, গুণগতও। গত ৮ মাসে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মোট ২৮টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে, আগের একই সময়ে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১১টি। পাশাপাশি রাজনৈতিক টানাপোড়েনসহ বিভিন্ন কারণে টেলিভিশন সংবাদ পূর্বের ৮ মাসে (সেপ্টেম্বর ২০১৩-এপ্রিল ২০১৪) ৯২ টি হলেও চলতি সময়ে (মে- ডিসেম্বর ২০১৪) এই সংখ্যা বেড়ে ২৮১ তে দাঁড়িয়েছে।

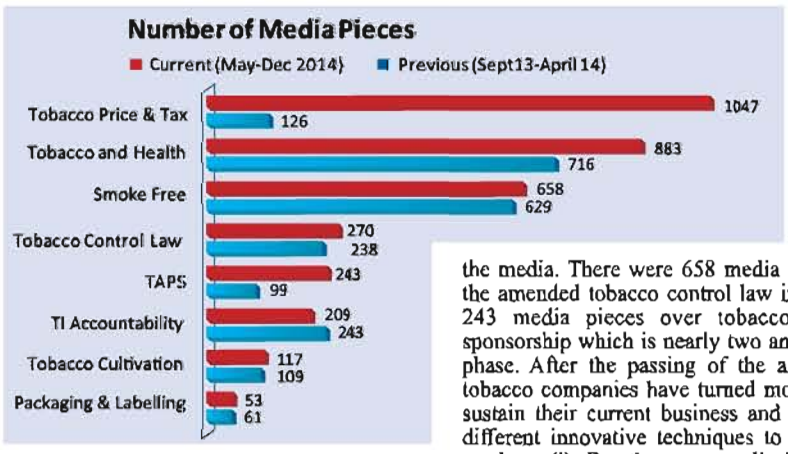

বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যম একটি পরীক্ষিত কার্যকর হাতিয়ার। তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপমুক্ত বিধিমালা, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং তামাক চাষে তামাক কোম্পানির আগ্রাসন মোকাবিলার বিধান সম্বলিত একটি তামাকচাষ নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা এখন সময়ের দাবি। এসব ক্ষেত্রে দ্রুত ফল পেতে কার্যকর অবদান রাখতে পারে একমাত্র গণমাধ্যমই।

Mass Media on Tobacco Control: Recent Trends

Because of the stringent anti-tobacco stands, recently two of the multinational tobacco giants had to stop their concerts in the capital, organized with the aim to introduce their newer cigarette brands among the university students. For the inflexible monitoring of media activists, particularly the Anti Tobacco Media Alliance (ATMA) members, the post budget meeting of the National Board of Revenue (NBR) with the tobacco companies resulted into a pointless attempt. Actually the mass media stand against the tobacco is not of assumption any more in Bangladesh. The aggressive marketing strategies, law violation, interferences into tobacco farming expansion and even the protest events against such activities from the farmers' level to the policymakers are sincerely covered on media.

The media monitoring data analysis of PROGGA represents that during the time span of last eight months (May – December, 2014) there were 4488 media pieces on different tobacco control issues. The number before this quarter, in the previous eight months (from September, 2013 – April, 2014), was 2901, and clearly points that the news on tobacco related issues has increased by 55 per cent. On the other side, issue related analysis shows that tobacco taxation received the highest exposure on media with 1047 pieces which is nine times more than the last quarter. The relentless efforts of mass media have played important roles in imposing a one per cent (1%) surcharge on all tobacco products, taxation on bidi and cigarettes and raising the Supplementary Duty (SD) to 60 per cent which was 30 per cent before. Smoking at public places causes severe damage to countless women and children which have also been noticed by the media. There were 658 media pieces over smoking by violating the amended tobacco control law in this period. Besides, there were 243 media pieces over tobacco advertisement promotion and sponsorship which is nearly two and half times more than the earlier phase. After the passing of the amended tobacco control act, the tobacco companies have turned more aggressive than ever before to sustain their current business and future potentials. They are using different innovative techniques to breach the law and market their products (!). But the mass media is keeping a sharp eye over them too. It is exposing numerous illegal activities undertaken by the tobacco companies. Moreover, a substantial number of reports have been published on media over the aggressive activities of the tobacco companies regarding nationwide tobacco farming expansion. Though the tobacco control act has been amended in April of 2013 to meet the growing needs, a few of the highly important Sections could not be enforced properly yet for the want of Rules. The Rules finalization process began about one and half years back but still is on the oven for the negative interferences of the tobacco companies. The Rules finalization issue has received a considerable amount of media attention. There are 270 media pieces over the tobacco control law issue in the past quarter and a large portion of the pieces are centered on the tobacco control rules finalization passage. The trend on mass media is not only quantitative rather qualitative too. In the past eight months, there were a total of 28 Editorials and the number was only 11 before the past quarter. Although tobacco control issues achieved a trivial attention on television reports for countrywide political instability and turmoil in the past quarter (only 92 from September, 2013 to April, 2014), it stood in 281 in this recent quarter.

Mass media is a proved and effective tool for tobacco control in Bangladesh. Rules without tobacco company intrusion, effective enforcement of the tobacco control act and a tobacco farming control policy with the directives of preventing tobacco company aggression in tobacco farming is a timely demand now. Only the mass media can help to get the best result over the issue with the shortest possible time.

ভোরের কাগজ
২৭ ডিসেম্বর ২০১৪

তামাক কোম্পানির কূটকৌশল: বিষে নীল ভূমি

তামাক কোম্পানির ঋণের ফাঁদে পা দিচ্ছেন কৃষক

সবুজ শ্যামলে ভরা পার্বত্য জেলা বান্দরবান। পাহাড়ি ভূমির শান্ত-স্নিগ্ধ কোলে একদা জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করত পাহাড়ি ও সমতলের মানুষ। ধান, আলু, কলাসহ নানা ধরনের সবজিতে ভরা ছিল এই শস্য ভান্ডার। কিন্তু কয়েক বছরে পাল্টে গেছে এ জেলার চিত্র। সাংগু নদীর দুই পাড়ে এখন তামাক আর তামাক। তামাক কোম্পানিগুলোর ঋণ সুবিধাসহ নানা প্রলোভনে পড়ে এ অঞ্চলের কৃষকরা তামাক চাষে ঝুঁকে পড়েছে। বান্দরবান ঘুরে জানা গেছে তামাক চাষের আদ্যপান্ত। সরজমিন প্রতিবেদনে বেরিয়ে এসেছে তামাক কোম্পানির কূটকৌশল, ঋণফাঁদ। তামাকের নীল বিষে নীল হয়ে যাওয়া উর্বর জমি হারাচ্ছে তার উর্বতা। এ অঞ্চলের শিশু, নারীসহ সব ধরনের মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। বান্দরবান ঘুরে প্রতিবেদন তৈরি করেছেন সিনিয়র রিপোর্টার টুটুল রহমান। সঙ্গে ছিলেন বান্দরবান প্রতিনিধি মংসানু মারমা।

বান্দরবান থেকে ৮ কিলোমিটার পূর্বের দিকে ছুটে চললো মোটরবাইক। কিছুক্ষণ পর পেরুলাম সাংগু নদী। দুই পাড় উঁচু। যেতে যেতে চোখে পড়ল শান্ত-স্নিগ্ধ অটল পাহাড়। সবুজে-শ্যামলে ভরা পাহাড়ি ভূমি। আর সেই ভূমিতে উঁকি দিচ্ছে সদ্য লাগানো তামাকপাতা। একেকটা ক্ষুদে নেকড়ে। তামাক কোম্পানির আশ্রয় আর প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠছে এই নেকড়েগুলো। লংঝড়ি উপজেলার জামছড়ি বাজারে ছোট্ট চায়ের দোকানে জটলা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, বান্দরবান পার্বত্য জেলার সাতটি উপজেলায় সর্বগ্রাসী তামাক চাষ একেবারে ধ্বংস করে দিচ্ছে হাজার হাজার একর কৃষি জমিকে। এসব উপজেলায় তামাক চাষের কারণে খাদ্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমেছে। জেলার প্রায় ৬০ শতাংশ পাহাড়ি এলাকা ও সমতল জমিতেই ধানসহ কৃষিপণ্যের বদলে চাষ হচ্ছে তামাক। দেশি-বিদেশি তামাক কোম্পানিগুলোর প্রলোভন আর ঋণ সুবিধার কারণে চাষিরা তামাক চাষের দিকে ঝুঁকছে। ওই উপজেলার তামাক চাষি মংসাসি জানালেন, তামাক চাষ করলে চাষের টাকাসহ বিভিন্ন উপকরণ খুব সহজে পাওয়া যায় কোম্পানির লোকদের কাছ থেকে। অন্য ফসল চাষ করলে ঋণ তো দূরের কথা পণ্য কেনারও লোক পাওয়া যায় না। এককানি বা ৮০ শতক জমি চাষ করতে প্রয়োজন ১০ হাজার টাকা। তামাক কোম্পানি দুই কিস্তিতে সেই টাকা দিয়েছে তাকে। এছাড়া তামাক ক্ষেতে থাকতেই দাম নির্ধারণ করে নিয়ে যায় তারা। বাঙালি যুবক মানিক তালুকদার জানালেন, ভাই আমি গত দুই বছর আগে জমিতে আখ লাগিয়েছিলাম। দুই লাখ টাকার আখ আমার জমিতে নষ্ট হয়ে গেছে। কেউ কিনে নেয়নি। বাধ্য হয়ে তামাক চাষে নেমেছি। ম্রুসামো জানালেন, আদা, হলুদ চাষ করলে সেগুলো সংরক্ষণে কোনো হিমাগার নেই। বান্দরবান সদরে বয়ে নিয়ে যাওয়ারও কোনো ভালো ব্যবস্থা নেই। পচে যায়। আলু বেচতে হয় তিন থেকে ৫ টাকা কেজিতে। এসব কারণে খারাপ ও ক্ষতিকারক জেনেও চাষ করছি তামাকের।

তামাক কোম্পানি অসহায় আদিবাসী ও বাঙালি সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকদের মাঝে অগ্রিম টাকা দিয়ে তামাক চাষ করাচ্ছে প্রতি বছর। বিশেষ করে লামা, থানছি পলি পাড়া, রুমা, রোয়াংছড়ি ও আলীকদম উপজেলার মোট আবাদি জমির প্রায় ৮০ ভাগ জমিতে চলতি মৌসুমেও তামাক চাষ করা হয়েছে জোরালোভাবে।

স্থানীয়দের তথ্য মতে, বান্দরবান পার্বত্য জেলার লামা, আলী কদম, নাইক্ষ্যংছড়ি, রুমা, রোয়াংছড়ি, থানছি এবং বান্দরবান উপজেলা সদরে ৫০ হাজার একরের জমিতে বিক্ষিপ্তভাবে তামাক চাষ হয় চলতি মৌসুমে। এ কারণে জেলায় শাকসবজি ও তরিতরকারির চরম সংকট দেখা দেয়। শাকসবজি ভরামৌসুমেও ২৫ থেকে ৩৫ টাকা কেজি দরে প্রয়োজনীয় সবজি কিনতে হচ্ছে জেলার নাগরিকদের। বর্তমান শীত মৌসুমের শুরু থেকেই জেলায় সবজির দাম বেড়ে গেছে। জেলার চাষযোগ্য প্রায় ৬০ ভাগ জমিতেই কৃষিপণ্যের বদলে তামাক চাষ হয়েছে। লামার মংসেপ্রু জানালেন, শুধু ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি নয়, তামাক কোম্পানিগুলোর চোখ এখন সরকারি সংরক্ষিত বনভূমির দিকে। তারা তোয়াক্কা করছে না বন আইন ও নিয়মনীতির। কয়েক দশক ধরে লামায় মাতামুহুরী রেঞ্জের সংরক্ষিত বন এলাকায় তামাক চাষ হচ্ছে বেপরোয়াভাবে। সরকারিভাবে তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করার কথা থাকলেও কৃষি বিভাগের কিছু কর্মকর্তা ও বন বিভাগের নির্লিপ্ততার কারণে এবং তামাক কোম্পানির সহযোগিতায় তামাক চাষ বাড়ছে। জেলার লামা, আলীকদম, রুমা, থানছি ও রোয়াংছড়ি উপজেলায় পরিদর্শনকালে বিভিন্ন শ্রেণির চাষির সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কৃষকদের পক্ষ থেকে বারবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় উপকরণ সহায়তা দেয়ায় সরকারি বা বেসরকারি কোনো মহলই তেমন এগিয়ে আসেনি চলতি মৌসুমে।

পাহাড়ি জেলা বান্দরবানের অসহায় কৃষকদের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেশের তামাক কোম্পানিগুলো কৃষিপণ্যের পরিবর্তে অধিকতর তামাক চাষে প্রলুব্ধ করেছে। ওই সব তামাক কোম্পানি অসহায় আদিবাসী ও বাঙালি সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকদের মাঝে অগ্রিম টাকা দিয়ে তামাক চাষ করাচ্ছে প্রতি বছর। বিশেষ করে লামা, থানছি পলি পাড়া, রুমা, রোয়াংছড়ি ও আলীকদম উপজেলার মোট আবাদি জমির প্রায় ৮০ ভাগ জমিতে চলতি মৌসুমেও তামাক চাষ করা হয়েছে জোরালোভাবে। স্থানীয়দের অভিযোগ, লামা বনবিভাগের মাতামুহুরী বন রেঞ্জের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভেতর প্রায় ৩০০ একরের ভূমিতে চলতি মৌসুমেও অবৈধভাবে তামাক চাষ করা হয়েছে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গত বছরের মতো এ বছরও মাতামুহুরী বন রেঞ্জের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ৩০০ একর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে। এতে সরকারি বনসম্পদ নিধন হওয়া ছাড়াও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দেয়া তথ্য অনুযায়ী দেশে ২০১৩-১৪ মৌসুমে ১ লক্ষ ৮ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে, আগের মৌসুমে যা ছিল ৭০ হাজার হেক্টর। এ বছর প্রায় আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি জমিতে তামাক চাষ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তামাকের খবর তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সাময়িকী

PROGGA Knowledge for Progress

খাদ্য মন্ত্রণালয় ও এফএওর গবেষণা তথ্য অনুযায়ী দেশে মোট চাষযোগ্য জমি থেকে আমরা নানা কারণে বছরে ৬৯ হাজার হেক্টর জমি হারাচ্ছি। এটা দেশের খাদ্য নিরাপত্তার চরম হুমকি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাবে ১ হেক্টর জমিতে ৩ দশমিক ৯ টন চাল উৎপাদন করা সম্ভব। সে হিসেবে ১ লাখ ৮ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হওয়ায় ৪ লাখ ২১ হাজার ২০০ টন চাল আমাদের ভান্ডারে যোগ হয়নি।

চাষ বাড়াতে তামাক কোম্পানিগুলোর কূটকৌশল

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তামাক কোম্পানিগুলো চাষিদের নানা উপকরণ দিয়ে থাকে। ঋণ হিসেবে তারা নগদ টাকা দেয় প্রয়োজন মতো। এমনকি ক্ষেতে তামাক থাকলে অন্য মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ পেতেও সুবিধা হয় বলে জানালেন কয়েকজন। তারা জানালেন, কোম্পানিগুলো বিনামূল্যে তামাকের বীজ ও বীজতলা সংরক্ষণের জন্য পলিথিনসহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রী সরবরাহ করে থাকে।

জানা গেছে, কোম্পানির লোকরা মান নিয়ন্ত্রণে মাঠপর্যায়ে তদারকি করে থাকে। প্রতি বছরই তামাক পাতা কেনার প্রতিশ্রুতি দেয়। আবাদ শেষে কোম্পানির বেঁধে দেয়া দামে চাষিরা তামাক পাতা গুদামে পৌঁছে দেন।

শুধু কেনার প্রতিশ্রুতি নয়, উন্নত প্রশিক্ষণও দিচ্ছে কোম্পানিগুলো।

প্রুসামো জানালেন, এখানে অনেকেই কয়েক বছরে কোটি টাকার মালিক হয়েছেন তামাক চাষ করে। তাদের ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। এমনকি ঢাকায় নিয়ে তারা কিভাবে কোটিপতি হয়েছেন তার গল্প তুলে ধরে সেমিনার করা হয়েছে। শুধু নগদ সহায়তা নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতার মতো কাজকেও কূটকৌশল হিসেবে বেছে নিয়েছে তামাক কোম্পানিগুলো। কোম্পানিগুলো সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় তামাক চাষিদের সৌরবিদ্যুৎ ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। জানা গেছে, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার চারটি গ্রামের ৫৭৬টি তামাক চাষি পরিবারকে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) দীপ্ত প্রকল্পের অধীনে সৌরবিদ্যুৎ দিয়েছে।

হুমকিতে খাদ্য নিরাপত্তা

বান্দরবান জেলায় শুধু নয়, তামাক চাষের কারণে সারা দেশ খাদ্য নিরাপত্তা হুমকিতে পড়েছে। গত ৬ বছরের ব্যবধানে তামাক উৎপাদনের পরিমাণ ৪ হাজার ২৪০ টন থেকে ১ লাখ ৩ হাজার ৬৫০ টনে দাঁড়িয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় ও এফএওর গবেষণা তথ্য অনুযায়ী দেশে মোট চাষযোগ্য জমি থেকে আমরা নানা কারণে বছরে ৬৯ হাজার হেক্টর জমি হারাচ্ছি। এটা দেশের খাদ্য নিরাপত্তার চরম হুমকি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাবে ১ হেক্টর জমিতে ৩ দশমিক ৯ টন চাল উৎপাদন করা সম্ভব। সে হিসেবে ১ লাখ ৮ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হওয়ায় ৪ লাখ ২১ হাজার ২০০ টন চাল আমাদের ভান্ডারে যোগ হয়নি।

বিআইডিএসের ড. আসাদুজ্জামান বলেন, বিষয়টি সত্যিই ভয়াবহ। এভাবে প্রতিনিয়ত তামাক চাষ বাড়তে থাকলে দেশের খাদ্য ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়বে। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা প্রজ্ঞা মনে করে, তামাক কোম্পানিগুলো কৃষককে ঋণের ফাঁদে ফেলে তামাক চাষে বাধ্য করছে। কৃষক সাময়িক লাভ ও লোভে পড়ে তামাক চাষ করছেন। কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়াও তামাক চাষ নীতিমালা জরুরি হয়ে পড়েছে। এ ভয়াবহ ক্ষতির হাত থেকে মুক্তি পেতে সরকারকে নীতিমালা প্রণয়নসহ কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করছে প্রতিষ্ঠানটি।

সময়

২১ ও ২২ ডিসেম্বর ২০১৪

সরকারের দুর্বল তদারকি ও প্রচারের অভাবে দেশে প্রতিবছর বাড়ছে তামাক চাষ। কৃষি অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকের বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে তামাক চাষ অনেকাংশে নিরুৎসাহিত করা সম্ভব। এদিকে, কৃষকদের তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করতে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী। দেশের তামাক চাষের বিস্তার নিয়ে তাহসিনা জেসির ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ প্রথম পর্ব।

লাভ বেশি। কোম্পানির কাছ থেকে পাওয়া যায় অনেক সুযোগ সুবিধা। সে আশায় কয়েক বছর আগে তামাক চাষ শুরু করেন কুষ্টিয়ার কৃষকেরা। কিন্তু যতই দিন যায়, প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মাঝে ফারাক স্পষ্ট হতে থাকে। কৃষকরা বলেন, 'প্রথমে আমাদের সার দিলেও পরবর্তীতে মূল্য পরিশোধের সময় দ্বিগুণ দাম ধরা হয়।'

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, চলতি মৌসুমে তামাকচাষে যুক্ত হয়েছে, ৩৮ হাজার হেক্টর নতুন জমি। বিগত ৬ বছরের ব্যবধানে দেশে তামাকের উৎপাদন প্রায় আড়াইগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ লাখ টনে। তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে ঋণ প্রদান এবং ভর্তুকিমূল্যের সার ব্যবহার বন্ধ করেও দুর্বল তদারকির কারণে এসব প্রচেষ্টা থেকে কোন সুফল পাচ্ছে না সরকার। এ ব্যাপারে কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেন, 'কৃষকদের জমি ব্যক্তিগত, তাই আমরা তাদের জোর করে তামাক চাষ থেকে বিরত রাখতে পারি না, তবে অন্যান্য ফসল চাষে তাদের উৎসাহিত করতে সরকারের সব প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।'

কৃষি অর্থনীতিবিদরা বলছেন, নীতিমালার মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলোকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে। কৃষি অর্থনীতিবিদ ড. কাজী সাহাবুদ্দিন বলেন, 'কৃষকদের নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি সরকার কর নীতিমালার মাধ্যমেও তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।' তামাক চাষে কৃষকদের নিরুৎসাহিত করতে বিকল্প খাদ্যশস্য চাষে সরকারি প্রণোদনা দেবার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন এই গবেষক। ■

বিগত ৬ বছরের ব্যবধানে দেশে তামাকের উৎপাদন প্রায় আড়াইগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ লাখ টনে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্রমবর্ধমান তামাক চাষের কারণে জনস্বাস্থ্যের পাশাপাশি হুমকির মুখে পড়ছে খাদ্য নিরাপত্তাও। প্রতিবছর নতুন নতুন জমিতে ক্ষতিকর এ তামাক চাষ হওয়ায় কমছে অন্যান্য ফসলের উৎপাদনও। গবেষকদের মতে, উন্নত প্রযুক্তি সুবিধা দেয়া হলে চাষিরা বিকল্প ফসল চাষে উৎসাহিত হবে। এদিকে, তামাক চাষের আগ্রাসন রোধে প্রশাসনকে আরো কঠোর নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী। দেশের তামাক চাষের বিস্তার নিয়ে তাহসিনা জেসির ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব।

এ সমাবেশ কুষ্টিয়ার তামাকচাষিদের। তামাক কোম্পানিগুলো অনেক লাভের প্রলোভন দেখালেও তামাক চাষ যে লাভজনক নয় তা বুঝতে পেরেছেন এ কৃষকেরা। এখন তারা ফিরতে চান বিকল্প খাদ্য ফসল চাষে। তামাকচাষিরা জানালেন, এটি চাষে তারা ক্ষতির শিকার হয়েছেন। তাদের যে দামে সার ও বীজ দেওয়া হয়, তা প্রচলিত বাজারদামের তুলনায় অনেক বেশি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে, দেশে চলতি মৌসুমে এক লাখ ৮ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে, যা গত বছর ছিল ৭০ হাজার হেক্টর। এ ধারা চলতে থাকলে তা ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করবে বলে মনে করছেন কৃষি অর্থনীতিবিদরা। কৃষি অর্থনীতিবিদ ড.মাহবুব হোসেন বলেন, 'প্রতি বছর আমাদের দেশের জনসংখ্যায় ১৮ লাখ নতুন মুখ যোগ হচ্ছে, তাই এটি ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তায় সঙ্কট তৈরি করতে পারে।' তারা আরো বলছেন, কৃষকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বিকল্প ফসল চাষে তাদের প্রণোদনার মাধ্যমে উৎসাহিত করতে হবে। এ ব্যাপারে ড.মাহবুব হোসেন বলেন, 'প্রায় দেড় কোটি চাষিকে পুলিশ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, আমরা কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তি ও বীজ সরবরাহের মাধ্যমে অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করতে পারি।'

একটি বেসরকারি সংস্থার গবেষণায় দেখা গেছে, তামাক আবাদের কারণে পার্বত্য এলাকায় ধানের উৎপাদন কমেছে গড়ে প্রায় তিন লাখ টন। কমেছে আরো ২৩ ধরনের ফসলের উৎপাদন। এ ব্যাপারে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, 'যেসব এলাকায় তামাক চাষ হয়, সেখানে স্থানীয় প্রশাসনের নজরদারি আরও বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করে হলেও তামাকের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ।' বিকল্প ফসল বিক্রির জন্য একটি শক্তিশালী বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলেও মনে করেন খাদ্যমন্ত্রী। ■

bdnews24.com
Bangladesh's First Online Newspaper
Dec 17 2014

Bangladesh among top smokeless tobacco-using nations

Nurul Islam Hasib Bangladesh is among the top smokeless tobacco-using nations in the world, a new global report has said. The report produces sufficient evidence to conclude that smokeless tobacco, like smoking, causes cancer and serious health harms. It also points out that the smokeless tobacco use remains an "overlooked" public health menace in the world. The US Centers for Disease Control and Prevention and the National Cancer Institute have jointly produced the report that also highlights the need for policymakers, researchers and health advocates to better understand and address the burden.

Culturally accepted

According to the report, 28 million people use smokeless tobacco in Bangladesh, the second highest number of users in the world after India. But percentage wise, Bangladesh was third after Myanmar and India. These three countries are jointly home to more than 85 percent of the 300 million smokeless tobacco users in 70 countries. More than 27 percent adults aged above 15 years consume smokeless tobacco in Bangladesh while it is 26 percent in India and nearly 30 percent in Myanmar.

The report did not surprise Bangladesh's anti-tobacco campaigners as people generally do not believe that the commonly used Zarda, Gul, Sada Pata and different forms of smokeless products are actually tobacco. "It's culturally accepted," Taifur Rahman, Bangladesh director of the US-based Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK), told bdnews24.com. He said smokeless tobacco had been identified as tobacco only last year when the 2005 tobacco control law was amended. The amended law is yet to be put into practice.

Diversity of products

The report says smokeless tobacco use is the predominant form of tobacco used by women in Bangladesh, exceeding cigarette smoking by almost 20 times. In India and Myanmar, smokeless tobacco use exceeds cigarette smoking among adults. The report identifies understanding smokeless tobacco use as one of the challenges due to diversity of products and how they are used around the world.

Smokeless tobacco includes products that are chewed, sucked, dipped, held in the mouth, or inhaled. Many products are combined with other non-tobacco ingredients such as nuts, mushrooms and a wide variety of flavourings. The report also says that faced with increasing regulation on cigarettes, tobacco companies are creating "appealing flavours of smokeless tobacco, such as mint and fruit that could attract children".

Head of Dhaka Ahsania Mission's tobacco, drug & HIV prevention programme Iqbal Masud told bdnews24.com smokeless tobacco products also varied with the culture and region. "Some people use dust of tobacco leaf, some consume raw tobacco leaf just drying it in the sun. Gul, Zarda, Sada Pata are very common in Bangladesh." He

Smokeless tobacco causes addiction, cancer of the oral cavity, esophagus, and pancreas, and reproductive and developmental effects such as stillbirth, preterm birth, and low birth-weight. Some types of smokeless tobacco are linked with heart disease, diabetes and stroke. The report also identifies more than 30 carcinogens in smokeless tobacco products.

said people in hilly areas consumed a kind of tobacco using 'hookah'. "People can make their tobacco on their own and it depends on the way they want to consume," Masud added.

Strong scientific evidence of health hazards

As many as 32 leading experts around the world have contributed to the report titled 'Smokeless Tobacco and Public Health: A Global Perspective'. "This is the first complete report on smokeless tobacco that also presented scientific evidence of its health hazards," the CTFK director Rahman said. According to the report, smokeless tobacco causes addiction, cancer of the oral cavity, esophagus, and pancreas, and reproductive and developmental effects such as stillbirth, preterm birth, and low birth-weight. Some types of smokeless tobacco are linked with heart disease, diabetes and stroke. The report also identifies more than 30 carcinogens in smokeless tobacco products. They also cause adverse oral health outcomes including oral mucosal lesions, leukoplakia, and periodontal diseases.

Prof Sohel Reza Choudhury of the National Heart Foundation Hospital & Research Institute's Department of Epidemiology and Research said oral cancer was one of the leading cancers in Bangladesh. "It has strong link with smokeless tobacco chewing," he told bdnews24.com, adding that the heart foundation in its own research found strong link between Gul and heart diseases. "Basically people do not think that smokeless tobacco can harm them. So they even use this in family gatherings," he said. He said this report reminded them that efforts to address the fatal consequences of tobacco use must include smokeless tobacco.

তামাকের খবর তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সাময়িকী

PROGGA Knowledge for Progress

বরিশাল বিভাগের 'পাবলিক প্লেসে' চলছে অহরহ ধূমপান: নেই সতর্কতামূলক নোটিশ

আজকের বার্তা
১৩ ডিসেম্বর ২০১৪

মনবীর সোহান বরিশাল বিভাগের ৬ জেলার ৪২ টি উপজেলায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন লংঘিত হচ্ছে। পাবলিক প্লেসে চলছে ধূমপান, নেই কোন সতর্কতামূলক নোটিশ । আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংস্থাও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ ২০০৩ সালের ১৬ জুন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫৬ তম সম্মেলনে ফ্রেম ওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল বা এফসিটিসি-তে স্বাক্ষর এবং পরবর্তীতে ২০০৪ সালের ১০মে অনুস্বাক্ষর করে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এফসিটিসিতে সর্বপ্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ। কিন্তু তারপরও তামাক কোম্পানীর তৎপরতায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সফলতা পাচ্ছে না। যেহেতু এফসিটিসিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে সেহেতু তার সবগুলো ধারা বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক আইনগত বাধ্যবাধকতা সরকারের উপর আরোপিত হয়। এফসিটিসি ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন,২০০৫ প্রণীত হয়, যা সংশোধিত হয় ২০১৩ সালে।

ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২(চ) ধারাতে ২৩টি স্থানকে পাবলিক প্লেস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। স্থানগুলো হলো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্বশাসিত অফিস, বেসরকারি অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (Indoor work place), হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমান বন্দর ভবন, সমুদ্র বন্দর ভবন, নৌবন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণী ভবন, চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ রেস্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, মেলা বা পাবলিক পরিবহণে আরোহণের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারি, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিত ভাবে ব্যবহার্য অন্য কোন স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান। ওই আইনে পাবলিক প্লেসে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের উন্মুক্ত স্থানে ধূমপানমুক্ত স্থানের সতর্কীকরণ নোটিশ 'ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ' 'Be abstain from smoking, It is a punishable offence' বা ধূমপানমুক্ত সাইন বোর্ড স্থাপনের নির্দেশ দেয়া আছে। কিন্তু এই নির্দেশনা না মানলেও আইন ভঙ্গ করলে দণ্ডনীয় অপরাধ বিবেচ্য করে অর্থ দণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তির বিধান রয়েছে। ২০০৫ সালে প্রথম ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনে ধূমপান মুক্ত স্থানে ধূমপানের শাস্তি স্বরূপ ৫০ টাকা জরিমানা করার বিধান রাখা হলেও বর্তমান সংশোধিত আইনে জরিমানার পরিমাণ ৩০০ টাকা করা হয়েছে এবং একই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার কিংবা বারবার একই অপরাধ করলে তিনি পর্যায় ক্রমিকভাবে ঐ দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডিত হবেন । আর পাবলিক প্লেসে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি না রাখলে তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী বা ব্যবস্থাপক আইনের বিধান লংঘন করায় তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং একই কাজ বারবার করলে পর্যায়ক্রমিক ভাবে ঐ দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হবেন ।

অথচ আইনে যেসব স্থানকে পাবলিক প্রেস' ঘোষণা করা হয়েছে, বরিশাল বিভাগের ৬ জেলার তা ধূমপান বহির্ভূত নয়, দেখলে মনে হয় অন্তর্ভুক্ত। সরকারি অফিস, হাসপাতাল ও ক্লিনিক আদালতপাড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যান্টিনে ও বাউন্ডারীর মধ্যেই রয়েছে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল ও পানের দোকান। ফলে পাবলিক প্লেসে ধূমপান মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। বরিশাল সদর, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, উজিরপুর, বাবুগঞ্জ, মুলাদী, মেহেন্দীগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ, হিজলা, বানারীপাড়া, ভোলা সদর, দৌলত খান, তজুমদ্দিন বোরহান উদ্দিন, লালমোহন, চরফ্যাশন, ঝালকাঠী সদর, নলছিটি, রাজাপুর, কাঠালিয়া, পটুয়াখালী সদর, বাউফল, বরগুনা সদর, কলাপাড়া, আমতলী, বামনা, বেতাগী, পিরোজপুর সদর, ভাণ্ডারিয়া, নাজিরপুর, স্বরুপকাঠী ও কাউখালী সহ সবগুলো উপজেলা ঘুরে দেখা গেছে, ২/১টা সরকারি অফিস ছাড়া 'পাবলিক প্লেসে' ধূমপান মুক্ত নোটিশ 'ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযাগ্য অপরাধ' বা 'Be abstain from smoking, It is a punishable offence' এসব কোথাও লেখা নেই। আরো অবাক করার বিষয়, এই ধারাকে বিবেচ্য করে আজ পর্যন্ত বরিশাল বিভাগের কোন পাবলিক প্লেসের তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপককে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়নি। শুধু মাত্র লঞ্চ ঘাট ও বাসস্ট্যান্ডে ধূমপান করার কারণে কয়েকজনকে জরিমানা করা হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্র জানিয়েছেন। এছাড়া ধূমপান বা তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণকারী কাউকে জরিমানা করা হয়েছে এমন খবরও কারো জানা নেই। এরমধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে ২০১৪ সাল। অথচ এপর্যন্ত ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়েছে মাত্র ১৮টি তাও অনেকটা লোক দেখানো বলেই সচেতন মহলের অভিমত। মুলতঃ তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে আইন থাকলেও কোন বাস্তবায়ন না থাকায় যত্রতত্র ধূমপান চলছে অহরহ।

এদিকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে সমাজের প্রতিটি মানুষকে রক্ষা করতে, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার্থে বিদ্যমান আইনটির সঠিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন বলে মনে করে তামাক বিরোধী সংশ্লিষ্টরা। তারা আরো জানান, এখনই এব্যাপারে সরকার ও সামাজিক ভাবে ব্যবস্থার গ্রহণ না করা হলে ধূমপান ও তামাকের কারণে আগামী প্রজন্ম স্বাভাবিক জীবন-যাপন থেকে বঞ্চিত হবে।

Farmers seek govt help to produce alternative crops to tobacco

The Financial Express
Dec 12 2014

FE Report Farmers have urged the government to support them producing crops alternative to tobacco farming, formulate and implement policies for thwarting tobacco cultivation. They made these demands at a press conference on "Voice of Victims: Non-profitable Tobacco Farming, Allurement to Harmful Profit" Wednesday at the National Press Club. The Anti-Tobacco Media Alliance (ATMA) has taken the initiative to support the framers to place the demands.

There is no governmental policy available to control tobacco farming in the country, said participants at the event. They claimed that tobacco companies are aggressively deploying the marginal and helpless farmers into tobacco farming on croplands. The farmers also prefer tobacco cultivation on the farmlands for a temporary profit. Tobacco companies are gradually grabbing the food and other crop producing lands. By manipulation, tobacco companies are making profit for years using the government's subsidised fertilizers and irrigation facilities worth billions.

Agitated farmers have started protest demanding an end to hostile actions undertaken by the tobacco companies and to receive gov ernmental assistance in producing food and other cash-crops instead of tobacco cultivation on the crop lands. On the eve of the current tobacco farming season, troubled tobacco farmers have staged demonstration, held rallies and formed human chain in tobacco company dominant areas in the country including Kushtia, Bandarban and Lalmonirhat in favour of substitute crops against tobacco. ATMA also feels the importance to stage such protests nationally to reach the policymakers and relevant stakeholders in tobacco control activities in Bangladesh. Mohammad Abdul Bari (Kushtia), Abdus Salam (Bandarban) and Alam Badshah (Lalmonirhat) spoke at the event on behalf of the agitated farmers of the tobacco cultivation areas. They said that once they started tobacco farming from the allurement and inspiration of the tobacco companies, but they are producing other crops now on their lands after realizing the damages caused by tobacco farming.

Professorial Fellow of Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) Dr M Asaduzzaman participated as an expert. Pointing out the multi-dimensional damages caused by tobacco farming he said, "Tobacco is destroying 1-2 per cent of the GDP growth, therefore, the policymakers should realize the necessity to formulate and implement policies for tobacco farming."

ATMA, at the press conference, placed demands including inspiration and assistance from the government to the farmers for alternatives to tobacco farming and formulation and implementation of an effective tobacco farming control policy with the provision to prevent tobacco companies interference. The written statement was delivered by Nadira Kiron, Co-Convener, ATMA. Introductory remarks were made by Ruhul Amin Rushd, Convener of ATMA. Among others, different tobacco control platform officials were also present at the programme.

doulot_akter@yahoo.com

On the eve of the current tobacco farming season, troubled tobacco farmers have staged demonstration, held rallies and formed human chain in tobacco company dominant areas in the country including Kushtia, Bandarban and Lalmonirhat in favour of substitute crops against tobacco.

তামাকের খবর তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সাময়িকী

PROGGA Knowledge for Progress

রংপুরে মানা হচ্ছে না তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন

জনসমাগমস্থলে ধূমপান চলছেই

বায়ান্নর আলো
১০ ডিসেম্বর ২০১৪

> খোদ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে শোভা পাচ্ছে 'ধূমপানমুক্ত এলাকা' লেখা সাবেকি সাইনেজ। অথচ আইন অনুসারে সকল সাইনেজ বা সতর্কীকরণ নোটিশে 'ধূমপান হতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তি যোগ্য অপরাধ' কথাটি লেখা থাকতে হবে। আইনের এই ধারা লঙ্ঘন করলে কর্তৃপক্ষকে এক হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে।

আলী আশরাফ আইন সংশোধনের দেড় বছর পার হলেও তামাক নিয়ন্ত্রন আইন মানা হচ্ছেনা উত্তরের জনপদে। বেশীরভাগ পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহণে ধূমপান অব্যাহত রয়েছে। ফলে অধূমপায়ীদেরকে ধূমপানজনিত ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো যাচ্ছে না। এব্যাপারে রংপুরে হাতেগোনা কয়েকটি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে বিধায় এ আইনের সুফল পাচ্ছে না রংপুরবাসী। রংপুর শহরসহ কয়েকটি উপজেলার বেশ কয়েকটি পাবলিক প্লেস ও পরিবহণ সরেজমিন অনুসন্ধান ও সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে এসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

২০০৫ সালের ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ সালে সংশোধনী হয়। আইন অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সকল ধরনের অফিস-আদালত, কর্মক্ষেত্র, বাস স্ট্যাণ্ড, রেলস্টেশন, রেস্টুরেন্ট, শিশু পার্ক, পাবলিক টয়লেট, মেলা, সিনেমা হল ইত্যাদি পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহণে ধূমপান আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ এবং আইন লঙ্ঘনে অনুন্য ৩০০ টাকা জরিমানার বিধান থাকলেও এ আইন লঙ্ঘন হচ্ছে সর্বত্রই। পাবলিক প্লেসে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে রংপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ প্রায় ২ বছর আগে ধূমপানমুক্ত গাইড লাইন গ্রহণ করেছে। গাইড লাইন অনুসারে তারা বেশ কিছু প্রচার-প্রচারণার কাজ করেছে। এ বছর তারা গাইড লাইন বাস্তবায়নের জন্য প্রথমবারের মতো বাজেটে বরাদ্দও রেখেছে। তারপরেও সরকারি-বেসরকারি অফিস থেকে শুরু করে হাসপাতাল কোন খানেই মানা হচ্ছে না এ আইন। কোনখানেই এখনও বিদ্যমান আইন অনুসারে সতর্কীকরণ নোটিশ লাগানো নেই। খোদ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে শোভা পাচ্ছে 'ধূমপানমুক্ত এলাকা' লেখা সাবেকি সাইনেজ। অথচ আইন অনুসারে সকল সাইনেজ বা সতর্কীকরণ নোটিশে 'ধূমপান হতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তি যোগ্য অপরাধ' কথাটি লেখা থাকতে হবে। আইনের এই ধারা লঙ্ঘন করলে কর্তৃপক্ষকে এক হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। সে বিবেচনায় রংপুরে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোথাও আইন সম্মত সতর্কীকরণ নোটিশ দেখা যায়নি, যা আইন বাস্তবায়নে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্নের জন্ম দেয়। ইতিমধ্যে একটি বেসরকারি সংস্থা, রংপুর ও মিঠাপুকুরের পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহণ গুলোতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা জানতে একটি জরিপ চালায়। প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়:

• রংপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০০% ধূমপানমুক্ত কিন্তু ৫০% ক্ষেত্রে সিগারেট ও বিড়ির মোথা পাওয়া গেছে এবং আইন অনুসারে কোথাও সঠিক সাইনেজ নেই।

• রংপুরে ক্লিনিক/হাসপাতালের ক্ষেত্রে ৭২% ধূমপান হয় এবং প্রতিটি ক্লিনিকে ছাইদানী আছে যেখানে প্রচুর পরিমাণে সিগারেট বা বিড়ির মোথা পাওয়া গেছে।

• আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্রে ৫০% ধূমপান হয় প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে ছাইদানী আছে এবং কোথাও আইন অনুসারে সঠিক সাইনেজ নেই।

• হোটেল রেস্টুরেন্টে সেভাবে সরাসরি ধূমপান না করা হলেও ৫০% ক্ষেত্রে ছাইদানী, সিগারেটের মোথা পাওয়া গেছে। সাইনেজ আছে তবে আইন মোতাবেক সাইনেজ নেই।

• রেলস্টেশন ও বাস টার্মিনালে ১০০% ধূমপান হয় এবং রেলস্টেশনে সাইনেজ থাকলেও কেউ মানছে না।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে অন্যান্য এলাকার তুলনায় রংপুরে পাবলিক প্লেস ও পরিবহণে 'নো স্মোকিং' সাইনেজ থাকলেও বিদ্যমান আইন অনুযায়ী যেটা থাকা দরকার সেটা নেই। আবার একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে রংপুরে ব্যাটারী চালিত অটো রিক্সা গুলোতে যাত্রী ও চালকরা প্রচুর পরিমাণে ধূমপান করেন যা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর ২(চ) ধারায় পাবলিক প্লেস হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও বেসরকারি অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (indoor work place), হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্রবন্দর ভবন, নৌ-বন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণী ভবন, চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ রেস্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, মেলা বা পাবলিক পরিবহণে আরোহণের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারি, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোন স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান বলা হলেও রংপুর মহানগরী এসব এলাকায় ধূমপান নিষিদ্ধের এ আইন মানা হচ্ছে না।

সরেজমিনে দেখা যায়, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল শতভাগ ধূমপানমুক্ত এলাকা সত্ত্বেও তা মানছে না কেউ। সেখানে শতভাগই ধূমপান চলছে। প্রচলিত আইন থাকলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে নির্বিকার। হাসপাতাল ঘুরে দেখা গেছে, হাসপাতালের ছাদের নিচে, ভেতরে বাইরে দিন-রাত সমানতালে ধূমপান করছেন মানুষ। এর ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ছেন শিশু-কিশোর, নারীসহ অধূমপায়ীরা। একদিকে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকা রোগী নিয়ে বিভিন্ন

অন্যদিকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পাবলিক প্লেসের আচ্ছাদনে দাঁড়িয়ে-বসে বেপরোয়াভাবে ধূমপান করছেন এক শ্রেণির মানুষ। সেখানে আসা রোগী ও তাদের আত্মীয়স্বজনদের তা মাথা নিচু করে দেখা ছাড়া প্রতিবাদের কোনো ভাষা নেই। অথচ পরোক্ষ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত এবং ধূমপানমুক্ত স্থান নিশ্চিতকরণের জন্য ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫-এ পাবলিক প্লেসের আওতা কম থাকায় ২০১৩-এর সংশোধিত আইনে এর পরিধি বাড়ানো হয়েছে।

শ্রেণিপেশার মানুষ হাসপাতালে ছুটোছুটি করছেন। অন্যদিকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পাবলিক প্লেসের আচ্ছাদনে দাঁড়িয়ে-বসে বেপরোয়াভাবে ধূমপান করছেন এক শ্রেণির মানুষ। সেখানে আসা রোগী ও তাদের আত্মীয়স্বজনদের তা মাথা নিচু করে দেখা ছাড়া প্রতিবাদের কোনো ভাষা নেই। অথচ পরোক্ষ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত এবং ধূমপানমুক্ত স্থান নিশ্চিতকরণের জন্য ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫-এ পাবলিক প্লেসের আওতা কম থাকায় ২০১৩-এর সংশোধিত আইনে এর পরিধি বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ সংক্রান্ত ধারা ৪-এর বিধানে স্পষ্ট বলা আছে, কোনো ব্যক্তি পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান করতে পারবেন না। এমনকি কোনো ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করলে তিনি অনধিক তিনশত টাকা অর্থে দণ্ডিত হবেন। এছাড়া ওই ব্যক্তি দ্বিতীয় বার বা একাধিক বার একই ধরনের অপরাধ সংঘটিত করলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে এ দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডিত হবেন। আর প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যবস্থা না নিলে ৭ (ক) ধারায় তাকে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে।

সংশোধিত আইনে 'পাবলিক প্লেস' এর মধ্যে আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র, হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন রেলওয়ে স্টেশন ভবনসহ অনেকগুলো স্থানের কথা উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে স্বাস্থ্য সেবার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হাসপাতালকে 'শতভাগ' ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসেবে বলা হয়েছে আইনে। অর্থাৎ এখানে কোনো 'স্মোকিং জোন' বা ধূমপান করার জন্য নির্দিষ্ট স্থান রাখারও বিধান নেই। হাসপাতাল ঘুরে প্রতিটি ওয়ার্ডের মূল ফটকের ওপরে সতর্কীকরণ নোটিশ দেখা গেছে। তবে তা অনেক পুরোনো এবং বিদ্যমান আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সেখানে বাংলায় লেখা আছে 'ধূমপান মুক্ত এলাকা'। আর ইংরেজিতে 'SMOKE FREE AREA'। কিন্তু বিদ্যমান আইনের সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন সংক্রান্ত ৮ ধারায় বলা হয়েছে, ধূমপানমুক্ত এলাকার তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারীকে ওই স্থানের এক বা একাধিক জায়গায় "ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" সম্বলিত নোটিশ বাংলায় এবং ইংরেজীতে "Be abstain from smoking, It is punishable offence" প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করবেন। যদি তিনি এই বিধান লঙ্ঘন করেন তাহলে অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং তিনি দ্বিতীয়বার বা একাধিক বার একই ধরনের অপরাধ করলে পর্যায়ক্রমিকভাবে ওই দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডিত হবেন। কিন্তু দেখা গেছে, ২০০৫ সালে আইন প্রণয়নের পর আজও আইনসিদ্ধভাবে সতর্কীকরণ নোটিশ লাগেনি হাসপাতালের দেয়ালে। পুরোনো নোটিশ থাকলেও তার নিচেই দাঁড়িয়ে অনেকে ধূমপান করছেন।

অন্যদিকে রংপুর রেলওয়ে স্টেশনের অবস্থা আরও করুণ। সেখানে 'ধূমপান মুক্ত এলাকা' কথাটিও লেখা নেই। প্লাট ফরমে দিনরাত শত শত সুস্থ-অসুস্থ যাত্রীর মাঝে ধূমপায়ীরা ধূমপান করে যাচ্ছে। কোন জায়গাতে লেখাও নেই স্মোকিং জোন। এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেই কর্তৃপক্ষের। রংপুর রেলওয়ে স্টেশনের সুপারেনটেনডেন্ট নিজেই জানেন তা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিষয়টি। রংপুর কেন্দ্রীয়বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, ঢাকা কোচ স্ট্যাণ্ড, সাতমাথায় সুন্দরগঞ্জ কোচ স্ট্যাণ্ড, কলেজ রোড কুড়িগ্রাম কোচ স্ট্যাণ্ড কোথাও ধূমপানমুক্ত সতর্কীকরণ নোটিশ লেখা নেই। সেখানে দেদারছে ধূমপান করা হচ্ছে। রংপুরের বিলাসবহুল চাইনিজ ও খাবারের হোটেলগুলোতেও চলছে দেদারসে ধূমপান। অনেক হোটেলে অ্যাস্ট্রে এনে দেয়া হয় টেবিলে ধূমপায়ীদের জন্য। তবে রংপুর মহানগরীর একমাত্র শাপলা সিনেমা হলের মূল গ্রাউন্ডে স্ক্রিনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা অনুযায়ী বিধিনিষেধ দেখানো হয়। ভেতরে ধূমপান না হলেও হলের টিকেট কাউন্টারের এবং খোলা জায়গায় ধূমপান করতে দেখা গেছে। মূল হলের বাইরে কোথাও ধূমপান মুক্ত এলাকা কিংবা স্মোকিং জোন লেখা নেই।

BANGLA NEWS 24.com
২৬ নভেম্বর ২০১৪

লালমনিরহাটে ঋণে সার কিনলেই সিগারেট কেনা বাধ্যতামূলক

খোরশেদ আলম সাগর লালমনিরহাটে সিগারেটের বিজ্ঞাপনে অভিনব কৌশল প্রয়োগ করেছে ঢাকা ট্যোবাকো কোম্পানি। ঋণের মাধ্যমে সার কিনলেই ৩শ' টাকার সিগারেট কেনা বাধ্যতামূলক। সরেজমিন এমনটাই দেখা গেল ঢাকা ট্যোবাকো কোম্পানির লালমনিরহাটের আদিতমারীর ট্যাপাহাট তামাক ক্রয় কেন্দ্রে।

কৃষকরা জানান, তামাক চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়াতে কোম্পানিগুলো প্রতি বছর ফ্রি বীজ, ঋণ হিসেবে সার ও কীটনাশক দিয়ে আসছে। এবারে চিত্রটা একটু আলাদা। প্রতি দুই একর জমির ঋণের সার নিতে হলে সঙ্গে বাধ্যতামূলক কিনতে হচ্ছে ৩শ' টাকার ২০ প্যাকেট ব্রিটন সিগারেট। ইচ্ছে না থাকলেও অনেকটাই বিপাকে পড়ে সিগারেটগুলো কিনছেন তামাক চাষিরা। কোম্পানির মতে, তামাক চাষ করবেন অথচ সিগারেট কিনবেন না তা হয় না। আপনাদের উৎপাদিত তামাকের সিগারেট কেমন তা খেয়ে দেখেন। টাকা এখন লাগবে না তামাক বিক্রির সময় সারের সঙ্গে সিগারেটের টাকাও কেটে নিবে কোম্পানি। এ ক্ষেত্রে বেশি বিপাকে পড়েছেন অধূমপায়ী কৃষকরা। তারা ৩শ' টাকার সিগারেট কিনে মাত্র ৫০/৬০ টাকায় বিক্রি করছেন স্থানীয় সিগারেটের দোকানে। তামাক চাষিরা জানান, প্রতি দুই বিঘা জমির জন্য ১শ' কেজি ডিএপি, এসওপি ৫০ কেজি এবং ইউরিয়া ৫০ কেজি। বাজার মূল্যের চেয়ে সুদ হিসেবে বস্তা প্রতি নেওয়া হচ্ছে ২শ' থেকে আড়াইশ' টাকা। সরকার তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করার কথা বললেও বাস্তবে সরকারের ভর্তুকির ইউরিয়া সার তামাক চাষিদের অনেকটাই উৎসাহিত করছে। এজন্যই অন্যসব পণ্য কেনার সময় রশিদ দিলেও ইউরিয়া সার বিক্রিতে চাষিদের কোনো রশিদ দেন না ট্যোবাকো কোম্পানি। ঢাকা টোব্যাকো কার্যালয়ে সার নিতে আসা কৃষকদের সঙ্গে কথা হলে এমন তথ্যই বেরিয়ে আসে। তালুক হরিদাসের চাষি মতিয়ার রহমান, কান্তেশ্বরপাড়ার তামাক চাষি খালেক, ভাদাইয়ের চাষি হিতেন্দ্র নাথসহ অনেক কৃষক অভিযোগ করে বলেন, মরার উপর খরার ঘাঁ। আমরা অভাবে পড়ে ঋণ হিসেবে সার নিতে এসেছি কোম্পানির কাছে। সেখানে আবার জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৩শ' টাকার সিগারেট। যা আমরা ব্যবহার করি না।

প্রকাশ্যে এমনিভাবে কৃষককে জিম্মী করে সিগারেট বিক্রি করছে ঢাকা টোব্যাকো কোম্পানি। কোম্পানির একটি সূত্র জানায়, ঢাকা ট্যোবাকো ব্রিটন নামে নতুন ব্রান্ডের একটি সিগারেট বাজারজাত করতেই এমন কৌশল ব্যবহার করছে। তামাক চাষিদের প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকা ট্যোবাকোর একটি ক্রয় কেন্দ্রে অফিসার রয়েছেন ১৩ জন, ফিল্ড সুপারভাইজার রয়েছেন ৩৪ জন। এমনিভাবে তাদের নিজস্ব দু'টি তামাক ক্রয় কেন্দ্র রয়েছে এ জেলায়। কৃষি বিভাগের উদাসীনতা আর তামাক কোম্পানিগুলোর লোভনীয় আশ্বাসের ফলে প্রতি বছরই বাড়ছে তামাক চাষের ব্যাপকতা। ফলে সবজি চাষের জেলা লালমনিরহাটে খাদ্যশস্য ঘাটতির পাশাপাশি নষ্ট হচ্ছে জমির উর্বরতা এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। লালমনিরহাট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত বছর লালমনিরহাটের পাঁচ উপজেলায় ১১ হাজার ৩৮৫ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছিল। তবে কৃষি বিভাগের তথ্য মানতে নারাজ স্থানীয় চাষিরা। তাদের দাবি গত বছর ৩৫/৪০ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে। তবে ঢাকা ট্যোবাকোর ক্রয় কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, গত বছর লালমনিরহাটে ৭/৮ হাজার চাষির কাছ থেকে এক কোটি ৬৩ লাখ কেজি তামাক ক্রয় করেছে এ কোম্পানি। এ বছরও অনুরূপ পরিমাণের টার্গেট নিয়ে মাঠে নেমেছে কোম্পানি। শুধু ঢাকা ট্যোবাকোই নয় এ জেলায় রয়েছে আবুল খায়ের ট্যোবাকো, নাসির ট্যোবাকো, আকিজ ট্যোবাকো ও বিটিসি ট্যোবাকোসহ বেশ কয়েকটি তামাক কোম্পানি। তারা ব্রিটিশ আমলের নীলকর জমিদারদের মতই বিষের আবাদ তামাক চাষের জন্য আস্তানা গেড়েছেন সীমান্তবর্তী জেলা লালমনিরহাটে। তামাক চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করতে ও বীজতলা এবং চারা রোপণে ব্যস্ত সময় পার করছেন লালমনিরহাটের চাষিরা। এসব কাজে পুরুষদের পাশাপাশি নারী ও শিশুরাও অংশ নিচ্ছে। ঢাকা ট্যোবাকোর ট্যাপারহাট ক্রয় কেন্দ্রের বেলাল হোসেনের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায় নি। তবে অফিসে উপস্থিত সিনিয়র লিফ অফিসার কৃষিবিদ মোস্তফা রাব্বী সিগারেট বিক্রির সত্যতা নিশ্চিত করে বাংলানিউজকে বলেন, কোম্পানি নতুন ব্রান্ডের একটি সিগারেট বের করেছে তা বাজারজাত করতেই কোম্পানির মার্কেটিং বিভাগ সিগারেট বিক্রি করছে।

সংশ্লিষ্ট আদিতমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি জহুরুল ইসলাম বাংলানিউজকে বলেন, ভর্তুকির সার তামাক চাষে ব্যবহার করা এবং জোরপূর্বক কৃষককে সিগারেট দেওয়া দুটোই অপরাধ। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন বলেও তিনি জানান।

সিলেটে কৌশলী প্রচারণায় তামাক কোম্পানি, নীরব প্রশাসন

দৈনিক জালালাবাদ
২৪ নভেম্বর ২০১৪

আবু বকর সিদ্দিক তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সিলেটে কৌশলে বিজ্ঞাপনী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বিড়ি-সিগারেট কোম্পানিগুলো। বিক্রেতাদের দেয়া হচ্ছে উপহার। ভালো বিক্রেতাদের বছরে দুবার বা একবার একত্র করে গোপনে বিশেষ অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। সিগারেট এর খালি প্যাকেট জমা নিয়ে ফ্রি সিগারেট দেয়া হচ্ছে। বিক্রয়স্থলে (পয়েন্ট অব সেল) শোকেসে বিশেষ কায়দায় সিগারেট এর প্যাকেট সাঁজিয়ে দেয়া এমন কি শোকেস গিফ্‌ট দেয়ার মাধ্যমে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কোন পর্যায়ের ধূমপায়ী কোন জাতীয় সিগারেট বেশি পছন্দ করেন সে বিষয় চালানো হচ্ছে জরিপ। আর জরিপের ফলাফল দেখে নেয়া হচ্ছে নতুন নতুন কৌশল। নতুন করে বাজারজাত করা সিগারেটের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে কোম্পানির লোকজন ফ্রি সিগারেট খাইয়ে উৎসাহিত করছেন। বিড়ি কোম্পানির নাম ব্যবহার করে শুভেচ্ছা জানিয়ে দেয়াল রাইটিং করা হয়েছে। বিড়ি ডেলিভারি সাইকেলের পেছনে বিশেষ কায়দায় বক্স নির্মাণ করে গায়ে প্যাকেটের রং এর সাথে মিল রেখে বিজ্ঞাপনের কাজ চালানো হচ্ছে। আর এভাবেই চলছে অবাধ প্রচারণা। আর এই চিত্র শুধু সিলেট নগরীই নয় সিলেটের চারটি জেলা সদরসহ উপজেলা সদরেও চলছে। এমন চটকদার প্রচারণা চললেও সিলেট সিভিল সার্জন বলেছেন এমন অভিযোগ প্রমাণ করা যায় না। তিনি বলছেন প্রচারণার কথা। বেশি প্রচারণা করলে এদের রোধ করা যাবে বলে মনে করছেন তিনি। অভিযোগ রয়েছে এসব প্রচারণার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ সচেতন না হওয়ায় এই সুযোগে কোম্পানিগুলো নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

অথচ ২০১৩ সালে সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রন আইন এর ধারা ৫ এর (ক) দফায় বলা হয়েছে প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়, বাংলাদেশে প্রকাশিত কোন বই, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ছাপানো কাগজ, বিলবোর্ড বা সাইনবোর্ড বা অন্য কোনভাবে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;(খ) তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়ে প্রলুব্ধকরণের উদ্দেশ্যে, এর কোন নমুনা, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে, জনসাধারণকে প্রদান বা প্রদানের প্রস্তাব করিবেন না বা করাইবেন না; (গ) তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বা উহার ব্যবহার উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে, কোন দান, পুরস্কার, বৃত্তি প্রদান বা কোন অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার (স্পন্সর) বহন করিবেন না বা করাইবেন না; (চ) তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার অনুরূপ বা সাদৃশ্য অন্য কোন দ্রব্য বা পণ্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ করিবেন না বা করাইবেন না; (ছ) তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে (point of sales) যে কোন উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না; কিন্তু সরেজমিন সিলেট নগরী ও পার্শ্ববর্তী জেলা ও উপজেলা সদর ঘুরে দেখা গেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবেই চলছে তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার ও বিক্রি। এসব ধারার অমান্য হচ্ছে সবগুলো উপজেলাতেই।

সিলেট নগরীর দরগাগেইট-১ এর প্রবেশ পথে ইব্রাহিম টেলিকম এর সামনের এক পান ভান্ডারে কথা হয় পারভেজ নামে এক দোকানির সাথে। তার দোকানের শোকেসে বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির সিগারেটের প্যাকেট দ্বারা সাজিয়ে রাখা। জানতে চাইলে সে জানায় এটি কোম্পানি সাজিয়ে দিয়েছে। এতে আমার কোন খরচ নেই। বন্দর বাজারে হোটেল মজলিশ এর নিচে পানভান্ডারের ডারবি সিগারেট এর খালি বক্স দিয়ে শোকেস সাজানো। এটি এক ধরনের বিজ্ঞাপনী প্রচারণা হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে শ্যামল চন্দ্র জানান, তিনি নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জানেন না। আর কোম্পানি দিয়েছে বলে এতে তার কোন দোষ নেই বলে শ্যামল মনে করছেন। পাঠানটুলা এলাকার ব্যবসায়ী শিবদু দেব অসিত এর কাছে বিজ্ঞাপনী প্রচারণা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান, গত অক্টোবরে বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো তাদের জন্য নগরীর মেন্দিবাগে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলো। এখানে কি ছিল এমন প্রশ্নে তিনি জানান সেখানে গ্রাহকদের জন্য খাবারের আয়োজন ছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর আয়োজন করা হয়েছিলো। নগরীর কুয়ারপার এলাকায় আকিজ বিড়ির এক বিক্রেতার সাথে কথা হয়। সে প্রতিদিন নগরীর বিভিন্ন এলাকায় সাইকেলে (বিশেষ কায়দায় তৈরি বক্স) করে বিড়ি ডেলিভারি দিয়ে থাকে। একই দৃশ্য দেখা গেছে সুনামগঞ্জ শহরের আলীপাড়া, মোহাম্মদপুরসহ বেশ কয়েকটি এলাকায়। ফারহান এন্টারপ্রাইজ এর পাশেই আকিজ কিংস এর পক্ষ থেকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আলীপাড়ায় দেয়ালে ওয়াল রাইটিং করা হয়েছে। মোহাম্মদপুরে রুকন এন্ড ব্রাদার্স এ শিহাব এর দোকানে দেখা যায় খালি প্যাকেট দিয়ে তার দোকান সাজানো। শিহাব জানিয়েছেন এসব বৃটিশ আমেরিকান কোম্পানি ফ্রি করে দিয়েছে। আইনের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে তিনি জানেন না বলেন জানিয়েছেন। শুধু এসবই নয়, সানরাইজ সিগারেট কোম্পানি খালি ১০টি প্যাকেট জমা দিয়ে ১ প্যাকেট সিগারেট ফ্রি দেয়া হয় বলে জানিয়েছেন শ্যামল, পারভেজ সহ আরো অনেকেই। এ ব্যাপারে সীমান্তিক সিলেট এর তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প অফিসার মোরাদ বক্স বলছেন কর্তৃপক্ষ আরো আন্তরিক হলে বিজ্ঞাপনী কৌশল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তিনি তামাকজাত কোম্পানির কৌশলী বিজ্ঞাপনের বিষয়টি স্বীকার করে বলেছেন আইনের প্রয়োগই এ ক্ষেত্রে বড় সুফল বয়ে আনতে পারে।

আর এসব ধারার বিধান অমান্যকারীদের সম্পর্কে আইনের ব্যাখ্যায় শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করলে তিনি অনুর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন; জানা গেছে সিলেটে এই ধরনের আইন অমান্যকারীদের ব্যাপারে পাবলিক প্লেসে ধূমপান করায় জরিমানা ছাড়া আর কোন শাস্তি কার্যকর হয়নি। জেলা প্রশাসক বলছেন আমরা টাস্কফোর্সের মাধ্যমে আগামীতে উপজেলা পর্যায়ে অভিযান চালাব। তিনি বলেন কৌশলী প্রচারণা যারাই চালায় তাদের দিকে তামাক নিয়ন্ত্রণে যে সব সংগঠন কাজ করছে তারা দৃষ্টি রাখছে। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

Anti-tobacco law in effect soon

theindependent
Nov 18 2014

MUHAMMAD YEASIN The amended 'Smoking and Tobacco Products Usage (Control) Act', introduced in 2013 by the government to curb smoking in public places, is finally set to come into effect, as the law ministry has vetted the Act. The health ministry had drafted the Smoking and Use of Tobacco Product (Control) Rules in November last year and immediately sent it to the law ministry, requesting it to vet it legally. After vetting it, the law ministry on Sunday sent it to the health ministry, sources said. However, the law ministry suggested to the health ministry to take the opinions of experts and the authorities concerned before finalising the issue of incorporating pictorial warnings on cigarette packets.

The health ministry, in its draft Act, allowed the tobacco industry to incorporate pictorial warnings on 50 per cent of the area of the packets of the tobacco products within nine months from the date of issuing the gazette notification of the Act. The law ministry had earlier asked the health ministry to allow the tobacco industry to incorporate pictorial warnings on their products within 18 months from the date of finalisation of the proposed Rules. However, on Sunday, the law ministry left the issue to the health ministry, saying the issue would be finalised by the health ministry after taking the opinions of experts and the authorities concerned, sources said. A senior health ministry official told The Independent yesterday, on condition of anonymity, that the law ministry's legal vetting has paved the way for implementing the tobacco control Act across the country. Now, the health ministry would call a meeting to finalise the Act in accordance with the law ministry's suggestions, he said. "After all necessary formalities are completed, we will send it to the law ministry for issuing the relevant circular in this connection. Following the completion of formalities, which may take a few days, all legal barriers to properly implementing the Act would be removed," he noted.

Since Bangladesh signed the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) in 2003, the country is bound to check the use of tobacco products to minimise health hazards. Dr Syed Mahfuzul Huq, a World Health Organisation (WHO) official in Bangladesh, said the government agencies concerned (the health ministry) would now immediately frame the rules for implementing the law. After the rules are framed — which would mainly describe the use of the pictorial warnings on the packets of the tobacco products, designated public areas and the role and duty of the caretakers of the public places — the

authorities concerned would be bound to abide by the law, Huq added. Earlier, the legislative and parliamentary affairs secretary held a meeting with representatives of the tobacco companies at his office on March 12. At the meeting, they allegedly tried to influence the ministry to change some provisions in the rules in favour of the companies. The companies, however, could not achieve any result because of the sustained and strong movement by the Anti-Tobacco Alliances.

According to the WHO, some 1.2 million people in Bangladesh are affected by eight types of diseases as they consume tobacco products. Every year, Bangladesh's economy suffers losses valued at nearly Tk. 250 billion because of the adverse impact of tobacco products on human health. As many as 57,000 people die in Bangladesh from the consumption of tobacco products every year.

Earlier, the legislative and parliamentary affairs secretary held a meeting with representatives of the tobacco companies at his office on March 12. At the meeting, they allegedly tried to influence the ministry to change some provisions in the rules in favour of the companies.

লঙ্ঘিত হচ্ছে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন : সহজলভ্যতায় বাড়ছে তামাকে আসক্তির হার

দৈনিক পূর্বকোণ
৮ নভেম্বর ২০১৪

নিষেধাজ্ঞার কথা জানে না ব্যবহারকারীরা

সাইফুল আলম অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কাছে তামাক পণ্য বিক্রি অথবা বিক্রির কাজে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও চট্টগ্রামে তা মানা হচ্ছে না। তামাকবিরোধী সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই অপ্রাপ্ত বয়স্করা অবাধে তামাকপণ্য বেচাকেনা করতে পারছে। অন্যদিকে আইন প্রয়োগের উদ্যোগ না থাকায় অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কাছে তামাকপণ্য সহজলভ্য হচ্ছে। এতে তামাক আসক্তির হার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। নগরী ও জেলার বিভিন্ন এলাকায় তামাকজাতদ্রব্য বিক্রেতাদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, চট্টগ্রামে মোট ধূমপায়ীর কমপক্ষে ৩০ শতাংশই অপ্রাপ্ত বয়স্ক। জেলার বিভিন্ন স্থানে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ধূমপানের হার এরচেয়েও বেশি। তারা নিজেরাই বিনা বাধায় তামাক পণ্য কিনছেন।

নগরী ও জেলার বিভিন্ন এলাকায় তামাকজাতদ্রব্য বিক্রেতাদের সাথে আলাপ করে এমন পরিসংখ্যান মিলেছে। উন্নয়ন সংস্থা ইপসার স্মোক ফ্রি প্রজেক্টের টিম লিডার নাসিম বানু অপ্রাপ্ত বয়স্ক ধূমপায়ীর এই পরিসংখ্যানের সাথে একমত পোষণ করে বলেন, উঠতি বয়সী ছাত্র, পথশিশু ও বিভিন্ন শ্রমের সাথে জড়িত শিশুরা বিনা বাধায় নিজে তামাকজাত পণ্য কিনছে এবং ব্যবহার করছে। তিনি বলেন, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নিতে উঠতি বয়সী এসব তরুণেরা ধূমপান শুরু করে। এক পর্যায়ে এরাই ধূমপানে আসক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এদের কেউ কেউ মাদকদ্রব্য ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এভাবেই তামাক আসক্তির সংখ্যা ভয়াবহ রূপ নিতে পারে এমন আশঙ্কা করছেন তামাকবিরোধী কর্মী নাসিম বানু। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য (ব্যবহার) (নিয়ন্ত্রণ) আইন (সংশোধন) ২০১৩-এ অনধিক আঠারো বছরের কোন ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বয়সী (১৮ অনূর্ধ) কোন ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি ওই ব্যক্তিকে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিপণন বা বিতরণ কাজে নিয়োজিত করানোও আইনত অবৈধ। কিন্তু এই আইনের প্রয়োগ চট্টগ্রাম মহানগরীসহ জেলার কোথাও এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। এমনকি এই ধরনের একটি আইনের কথা একজন তামাকপণ্য বিক্রেতাও বলতে পারেননি। আলাপকালে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ক্রেতারাও এই ধরনের আইনের কথা এই প্রথম শুনেছেন বলে জানান।

আগ্রাবাদ কমার্স কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম বর্ষের ছাত্র সোহাগ বলেন, 'ইন্টারমিডিয়েটে উঠে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে সিগারেট খাওয়া শুরু করি। সিগারেট কিনতে গিয়ে গত এক বছরে কোন ঝামেলায় পড়িনি।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজিয়েট স্কুলের কলেজ শাখার প্রথম বিভাগের এক ছাত্র বলেন, তামাকপণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের ব্যাপার রয়েছে, এমন আইনের কথা এই প্রথম শুনলাম।' নগরীর দেওয়ানহাটে কথা হয় পরাগ নামের এক পথশিশুর সাথে। জানায়, বটতলী রেলস্টেশন এলাকায় বড় হয়েছি। ছোটবেলা থেকেই সিগারেট খাই। বাবার জন্য সিগারেট আনতে গিয়ে নিজেও সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস হয়ে যায়। পরাগ জানায়, 'ড্যাণ্ডি (কাঠ জোড়া লাগাতে ব্যবহৃত গাম, যা শুঁকে নেশা হয়) কিনি সমস্যা হয় না সিগারেটে হবে ক্যা?' নাম প্রকাশ না করার শর্তে উত্তর চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলাধীন নোয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর একাধিক ছাত্র জানায়, বাবাসহ পরিবারের পুরুষ সদস্যরা ধূমপান বা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করেন। তাদের দেখাদেখি ধূমপান শুরু করার পর এখন আসক্ত হয়ে গেছেন তারা। প্রসঙ্গক্রমে এক ছাত্র জানান, তার নানীকে ধূমপান করতে দেখেছেন। 'তারমানে পারিবারিক ঐতিহ্য কিনা'- পাল্টা প্রশ্ন করা হলে ওই ছাত্র হেসে এড়িয়ে যান। খবর নিয়ে জানা গেছে, জেলার অন্যান্য স্থানের অবস্থাও একই রকম। অপ্রাপ্তবয়স্ক স্কুল, কলেজের ছাত্র ছাড়াও নানা ধরনের শ্রমের সাথে জড়িত কিংবা কিছুই করেন না এমন শিশুরা ধূমপান কিংবা তামাকজাত অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহার করছেন।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য (ব্যবহার) (নিয়ন্ত্রণ) আইন (সংশোধন) ২০১৩ অনুসারে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কাছে তামাকজাতদ্রব্য বিক্রি করা হলে বিক্রেতাকে অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে। একই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করলে আইন অমান্যকারীকে পর্যায়ক্রমে ওই দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ড দেয়া যাবে। কিন্তু চট্টগ্রামে এ পর্যন্ত আলোচ্য অভিযোগে কাউকে জরিমানা করা হয়েছে এমন নজির নেই। ইপসার স্মোক ফ্রি প্রজেক্টের টিম লিডার নাসিম বানু নগরী ও জেলায় অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কাছে তামাকজাত পণ্য বিক্রি বাধাহীনভাবে চলছে স্বীকার করে বলেন, আইনের প্রয়োগ হলে এই পরিস্থিতি অনেকটা পাল্টে যেত। জনগণ এই সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে অবহিত নন উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, সামাজিক সচেতনতা এ ব্যাপারে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি আইনের প্রয়োগের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা খুবই প্রয়োজন। এতে জনগণ আইন সম্পর্কে দ্রুত জানবেন এবং সচেতন হবেন। আইনের প্রয়োগ না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাকিব হাসান বলেন, অগ্রাধিকার বিবেচনায় এতদিন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। ৩০ অক্টোবর জেলা টাস্কফোর্সের সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। শিগগিরই এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন দেখতে পাবেন, জানান ম্যাজিস্ট্রেট রাকিব হাসান।

প্রয়োগ নেই নিয়ন্ত্রণ আইনের

তামাকপণ্য বেচাকেনায় কোমলমতি শিশুরা

উত্তরপূর্ব
২৮ অক্টোবর ২০১৪

নেহার রঞ্জন পুরকায়স্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধনী,২০১৩) আইনে শিশুদের সুরক্ষার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকলেও সিলেটে আইনের এই ধারা লঙ্ঘিত হচ্ছে। ধারা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে না। আইন অমান্য করে শিশুদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে তামাকজাত পণ্য। তাদের মাধ্যমে বিক্রিও করানো হচ্ছে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এসব পণ্য। সরেজমিনে সিলেট মহানগরী, দক্ষিণ সুরমা, গোপালগঞ্জ, বিয়ানীবাজার এবং কানাইঘাট ঘুরে এ কাজে শিশুদের ব্যবহারের দৃশ্য দেখা গেছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, তামাক ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশে প্রতি বছর ১২ লাখ লোক ৮টি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। তামাকের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে প্রতি বছর ৫৭ হাজার লোকের মৃত্যু হচ্ছে। পঙ্গুত্ববরণ করছে প্রায় ৪ লাখ লোক। তামাক সেবনের ফলে আক্রান্তদের চিকিৎসায় প্রতিবছর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে খরচ হচ্ছে ১১ হাজার কোটি টাকা। তামাকজাত পণ্য বেচাকেনার কাজে ব্যবহার করায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছে শিশুরা। জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় সরকার 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' প্রণয়ন করে। ২০১৩ সালে আইনটিকে সংশোধন করে যুগপোযোগী করা হয়। সংশোধিত আইনের ৬ (ক) ধারায় বলা হয়েছে- 'কোন ব্যক্তি অনধিক আঠারো বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না, অথবা উক্ত ব্যক্তিকে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিপণন বা বিতরণ কাজে নিয়োজিত করিবেন না বা করাইবেন না। এই বিধান লঙ্ঘন করলে তিনি অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন।'

সরেজমিন সিলেট রেলস্টেশন এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, ট্রেন যাত্রীদের কাছে সিগারেট বিক্রি করছে আনুমানিক ১২ বছর বয়সী শিশু ইমন। তার গলায় ঝুলানো বাক্সে লেখা 'বীর মুক্তিযোদ্ধা করম আলী পান ভান্ডার।' মুক্তিযোদ্ধা বাবা কাজ করতে পারেন না বলে শিশুপুত্রকে দিয়ে পান-সিগারেট বিক্রি করাচ্ছেন। লেখাপড়ার সুযোগ বঞ্চিত ইমন জানিয়েছে- সে স্টেশন এলাকার দোকানগুলো থেকেই সিগারেট ক্রয় করে যাত্রীদের মধ্যে খুচরা বিক্রি করে। যদিও স্টেশন এলাকার বিক্রেতারা ইমনের কাছে সিগারেট বিক্রির বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। সিগারেট বিক্রেতা ফরহাদ হোসেন বলেছেন- 'আমরা করম আলীর কাছে সিগারেট বিক্রি করি। তিনি শিশুপুত্রকে সিগারেট বিক্রির কাজে লাগালে আমাদের কি করার আছে?' শুধু শিশু ইমন নয়, এমন অনেক শিশু রয়েছে সিলেট নগরীতে; যারা সিগারেট বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। অনেক শিশুকে টাকার লোভ দেখিয়েও এই কাজে ব্যবহার করা হয়। সিলেটের আদালতপাড়ায় ফেরী করে সিগারেট বিক্রি করে শিশু আলমগীর। পুঁজি না থাকায় সে অন্যের ব্যবসা পরিচালনা করে। দিন শেষে মালিক তাকে ৭০/৮০ টাকা দেন- যা দিয়ে চলে মা-ছেলের সংসার। "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন" সম্পর্কে আলমগীরের কোনো ধারণাই নেই । এ সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বলে- 'আমি সিগারেট বেচলে কার কি অসুবিধা। যার ইচ্ছা কিনে খাবে, যার ইচ্ছা কিনবেনা।' কানাইঘাট উপজেলার সড়কের বাজার এলাকার মাসুদ (১৩) লেখাপড়া করেছে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত। বাবা সড়ক দুর্ঘটনায় পা হারিয়েছেন। তাই বাধ্য হয়ে দক্ষিণ সুরমায় স্টেশন রোডে চাচাতো ভাইয়ের সিগারেটের দোকানে চাকরি নিয়েছে সে। মাসুদ জানিয়েছে বছর খানেক আগে সে এই দোকানে চাকরি নিয়েছে। বেতন কত- জানতে চাইলে মাসুদ বলে- 'আব্বা জানেন। আব্বার কথায় চাকরি করি। আমি আর কিছু জানি না।'

পাশেই রয়েছে মাসুদের চাচাতো ভাই আসাদ উদ্দিনের আরেকটি সিগারেটের দোকান। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন- 'মাসুদের একটা চাকরি প্রয়োজন ছিল। সিগারেটের দোকান ছাড়া অন্য কোন চাকরি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।' নগরীর কাজী ইলিয়াস এলাকায় সিগারেট বিক্রি করে শাকিল (১০)। সেও চাকরি করে চাচাতো ভাইয়ের দোকানে। অভাবের তাড়নায় পাঠশালায় যাওয়া হয়নি। বাধ্য হয়েই করতে হচ্ছে চাকরি । নগরীর বান্দরবাজারে পান-সিগারেটের একটি ছোট দোকান রয়েছে নোয়াখালীর সোনাইমুরী উপজেলার চাষীর হাট এলাকার মোবারক আলীর। মোবারক আর তার শিশু শিশুপুত্র মহিউদ্দিন (১০) এই ব্যবসা পরিচালনা করেন। সিগারেট বিক্রিতে পুত্রকে ব্যবহার সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন- 'আর্থিক অনটনের কারণে ছেলেকে লেখাপড়া করাতে পারিনি। নিজের ব্যবসা আছে; তাই তাকে এই কাজে লাগিয়েছি।' ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার আইন সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন- 'আমি জানি প্রকাশ্যে ধূমপান নিষেধ। শিশুদের ব্যবহার করা অন্যায় বলে আমার জানা নেই।'

শিশুদের কাছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি ও তাদের মাধ্যমে বিক্রি করানো প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় পরিচালক ডা. বনদীপ লাল দাশ বলেন- 'তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন লঙ্ঘন করে সিলেটে শিশুদের তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের কাজে ব্যবহারের অনেক ঘটনা ঘটছে। আইনের সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে না বলেই আমরা শিশুদের সুরক্ষা দিতে পারছি না। ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার না থাকায় আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না।'

সরেজমিন কানাইঘাট উপজেলা ঘুরেও একই চিত্র দেখা গেছে। কানাইঘাট বাজারে সিগারেট বিক্রি করে উপজেলার দুর্লভপুর গ্রামের আব্দুন নূরের পুত্র ইমরান আহমদ (১৪)। তিন বছর ধরে দোকানটি পরিচালনা করছে সে। একই উপজেলা সদরে চার বছর ধরে সিগারেট বিক্রি করছে নন্দিরাই গ্রামের জমির উদ্দিনের পুত্র জুয়েল আহমদ (১৫) ও দলইমাটি গ্রামের জহির আহমদের পুত্র সুলতান আহমদ (১২)। মুলাগুল নয়াবাজারে সিগারেট বিক্রি করে বিলাল আহমদ (১১) ও কামাল উদ্দিন (১২)। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, জনসচেতনতার অভাবেই কানাইঘাটে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে। এই আইনের ধারা সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্তাদেরও ভালো ধারণা নেই। জনসাধারণকে সচেতন করতে নেই কোনো প্রচার-প্রচারণা। এ ব্যাপারে কানাইঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তারেক মোহাম্মদ জাকারিয়া বলেন- 'আমরা আইন সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার চেষ্টা করছি।' তিনি জানান, এক বছরে এই আইনে কানাইঘাট উপজেলায় ১০ জনকে জরিমানা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তির কাছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রির অপরাধেও একজনকে জরিমানা করা হয়েছে। গোলাপগঞ্জ এবং ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা ঘুরেও শিশুদের কাছে সিগারেট বিক্রি এবং তাদের মাধ্যমে তামাকপণ্য বিক্রি করানোর দৃশ্য দেখা গেছে। গোলাপগঞ্জ উপজেলা শহরের চৌমুহনীর কাছে ১৩ বছরের এক কিশোরের কাছে সিগারেট বিক্রি করতে দেখা গেল এক দোকানীকে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার আইন সম্পর্কে জানতে চাইলে এ ব্যাপারে তার ধারণা আছে বলে দম্ভের সাথে জানান দোকানী মিরাজ আহমেদ। একই সাথে তিনি বলেন 'চাচার জন্য সিগারেট নিতে আসায় ছেলেটির কাছে তা বিক্রি করেছি।।' বিয়ানীবাজারের একটি পান-সিগারেটের দোকানে এক বছর ধরে চাকরি করছে শিশু ইমাম উদ্দিন। তার বাবা রিকশার ড্রাইভার। মা অন্যের বাসায় কাজ করেন। বাড়ি কিশোরগঞ্জ। অর্থকষ্টে লেখাপড়া করতে পারেনি সে। তাই বাধ্য হয়েই শিশু বয়সেই চাকরি করছে সে। শুধু ইমাম নয়, বিয়ানীবাজার উপজেলা শহরেই আরো অনেক শিশুকে সিগারেট বিক্রি করতে দেখা যায়। তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ে সর্বদা আইন লঙ্ঘন হলেও আইন লঙ্ঘনকারীদের কখনোই শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়নি। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বিয়ানীবাজার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম চৌধুরী বলেন- 'ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে মাঝে মাঝে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের পাওয়া গেলেও তারা কোথা থেকে সিগারেট কিনেছে তা বলে না।'

শিশুদের কাছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি ও তাদের মাধ্যমে বিক্রি করানো প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় পরিচালক ডা. বনদীপ লাল দাশ বলেন- 'তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন লঙ্ঘন করে সিলেটে শিশুদের তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের কাজে ব্যবহারের অনেক ঘটনা ঘটছে। আইনের সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে না বলেই আমরা শিশুদের সুরক্ষা দিতে পারছি না। ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার না থাকায় আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা চালানো এবং আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের পর্যন্তই আমাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ। এ বিষয়ে আমরা সিভিল সার্জন বরাবর অনেক অভিযোগ দাখিল করেছি।'

[সংবাদটি তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন রাজু ওয়াহিদ, মোঃ নিজাম উদ্দিন ও জুয়েল খাঁন]

সোনালী সংবাদ
১৪ অক্টোবর ২০১৪

‘ধূমপায়ীর ধোঁয়ায় ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস’

নেই সতর্কীকরণের নোটিশ

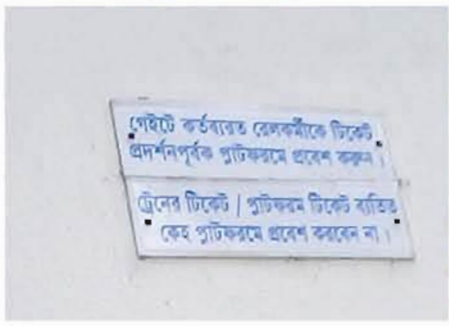

শরীফ সুমন: বিভাগীয় শহরে ঢুকতে শিরোইল বাস টার্মিনাল ঘেঁষেই উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল ভবনটি চোখে পড়বে। কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠার আগেই চোখে পড়বে নীল রঙের মধ্যে সাদা অক্ষরে মোটা মোটা করে লেখা আছে ‘রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন’। সামনে লেখা রয়েছে স্বাগতম বাংলাদেশ রেলওয়ে। ভেতরে ঢুকলে ডানে-বাঁয়ে দেখা যাবে বিশ্রামাগার, টিকিট কাউন্টার, বিনা টিকেটে রেলে ভ্রমণ আইনত দণ্ডনীয়, বিনা টিকেটে প্রবেশ নিষেধসহ বিভিন্ন দিক নির্দেশনার সাইনবোর্ড আর নোটিশ। কিন্তু দৃষ্টি প্রদীপ জ্বেলেও আচ্ছাদিত এ পাবলিক প্লেসে খুঁজে পাওয়া যাবে না ‘ধূমপান নিষিদ্ধকরণের’ কোনো সতর্কীকরণ নোটিশ। তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাজ করা এসিডি নামের স্থানীয় বেসরকারি সংগঠন একটি নোটিশ বোর্ড টাঙ্গালেও রেলমন্ত্রীর আগমণে এক বছর আগে তাও খুলে ফেলা হয়েছে। তার স্থলে এখন শোভা পাচ্ছে মন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে তৈরী করা বিশাল রঙিন ব্যানার। তাই কোনো রাখ-ঢাক না থাকায় পাবলিক প্লেসের মধ্যেই ধূমপান চলছে। ধূমপায়ীদের ধোঁয়ায় ভারী হয়ে উঠেছে বিশালায়তনের রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনের বাতাস। বিশুদ্ধ বাতাসে এখন ভেসে বেড়াচ্ছে ধূমপানের বিষ। পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে জনসমাগমস্থলে আগত শিশু, বৃদ্ধ, নারীসহ অসংখ্য অধূমপায়ী মানুষ। তামাকের ক্ষতিকর দিক চিন্তা করে সরকার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন পাস করলেও তার নূন্যতম কোনো প্রয়োগ নেই রেলওয়ে স্টেশনে।

গতকাল রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন ঘুরে দেখা গেছে ধূমপানের ভয়াবহ এ চিত্র। রেলওয়ে স্টেশন ভবনের ভেতরের কনফেকশনারি ও হোটেলেই রয়েছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রির দোকান। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কাছে বেআইনিভাবে তামাকজাতীয় পণ্য (বিড়ি-সিগারেট, জর্দা) দেদারসে বিক্রি করছেন দোকানদাররা। আর প্লাটফর্মের ভেতরে চায়ের ফ্লাস্কের সাথে সেলস বক্সে করে চলছে পান ও বিড়ি-সিগারেট বিক্রি। অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নজরুল ইসলাম নামের ঢাকা যাওয়ার জন্য অপেক্ষমান এক যাত্রী বলেন, ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আইন পাস হয়েছে ঠিকই। কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই। তাই এমন জনবহুল স্থানে ধূমপান করা এখন মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।’ ৩০০ টাকা জরিমানার বিধান থকালেও তা রয়েছে কাগজে-কলমেই, বাস্তবে নয়। তার মতে এই পাবলিক প্লেসে ধূমপান বন্ধে রেল পুলিশ এবং জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত ভূমিকা রাখতে পারলেও তাঁরা কাজটি করছেন না। যে কারণে সবকিছু চলছে আগের মতই। তাঁর মত অভিন্ন মতামত আরও অনেকেরই। এ অবস্থার মধ্যে দিয়েই পরিচালিত হচ্ছে রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন। স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে দিয়েই প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ যাতায়ত করছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। স্টেশন জুড়েই ধূমপান চলায় এখানো কোনো ‘স্মোকিং জোন’ রাখার প্রয়োজন পড়েনি কর্তৃপক্ষের। খাবার হোটেলে, ফার্স্ট ফুড ও কনফেকশনারির দোকানে হাত বাড়ালেই মিলছে বিড়ি-সিগারেটসহ বিভিন্ন তামাকজাত পণ্য।

অথচ পরোক্ষ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত এবং ধূমপানমুক্ত স্থান নিশ্চিতকরণের জন্য সংশোধিত তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এ পাবলিক প্লেসের পরিধি আরও বাড়ানো হয়েছে। প্রকাশিত আইনের কপিও রয়েছে সরকারি দফতরে। পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ সংক্রান্ত ধারা ৪ এর বিধানে স্পষ্ট বলা আছে,

কোনো ব্যক্তি পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান করতে পারবেন না। কোনো ব্যক্তি এ বিধান লঙ্ঘন করলে তিনি অনধিক ৩০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এছাড়া ওই ব্যক্তি দ্বিতীয় বার বা একাধিক বার একই ধরনের অপরাধ সংঘটিত করলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে এ দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডিত হবেন। আর প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যবস্থা না নিলে, সে ক্ষেত্রে তাকে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ডেরও বিধান রয়েছে। সংশোধিত আইনে 'পাবলিক প্লেস' এর মধ্যে রেলওয়ে স্টেশন, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র, হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবনসহ অনেকগুলো স্থানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সংশোধিত আইনের সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন সংক্রান্ত ধারা ৮ এর অধীনে বলা হয়েছে ধূমপান মুক্ত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের বাহিরে তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারীকে উক্ত স্থানের এক বা একাধিক জায়গায় 'ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ' সম্বলিত নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করবেন। যদি তিনি বিধান লঙ্ঘন করেন তাহলে অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং তিনি দ্বিতীয়বার বা একাধিক বার একই ধরনের অপরাধ করলে পর্যায়ক্রমিকভাবে ওই দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডিত হবেন। কিন্তু দেখা গেছে ওই আইন সংশোধনের প্রায় দেড় বছরেও কোনো সতর্কীকরণ নোটিশ লাগেনি রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনের দেয়ালে। সম্প্রতি তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) জেলা টাস্কফোর্স কমিটির এক সভায় জানানো হয়, পাবলিক প্লেসে প্রতিনিয়ত পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। দেশে ৪ কোটি ২০ লাখ অধূমপায়ী পরোক্ষ ধূমপানের শিকার। তামাকের অবাধ ব্যবহারে ধূমপায়ীর হার আশঙ্কাজনকহারে বাড়ছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর শতকরা ৫৮ জন পুরুষ ও ২৯ জন নারী ধোঁয়াযুক্ত এবং ২৮ জন নারী ও ২৬ জন পুরুষ ধোয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। ২০১৩ সালে সংশোধিত আকারে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হলেও তার প্রয়োগ সীমিত। ফলে পাবলিক প্লেস ও পরিবহণে প্রতিনিয়ত আইনের লঙ্ঘন হচ্ছে। তাই ধূমপানজনিত স্বাস্থ্য ক্ষতি এড়াতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বাস্তবায়ন জরুরি।

পাবলিক প্লেসে ধূমপান প্রসঙ্গে কথা হয় রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার আমজাদ হোসেনের সাথে। তিনি বলেন, 'মানুষ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। তাই ট্রেনের মধ্যে আর সেভাবে কেউ ধূমপান করে না। তবে স্টেশনের মধ্যে এবং প্লাটফর্মে ধূমপানের বিষয়টি কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। স্টেশনের কর্মচারিরা বাধা দিলে ধূমপায়ীরা বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। তাই চুপ থাকতে হয়।' রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনের সুপারিনটেনডেন্ট আবদুল করিম বলেন, 'আমি নিজে ধূমপান করি না। তাই কাউকে ধূমপানে নিরুৎসাহিত করতে পারলে ভালো লাগে। তবে এখানকার পরিবেশ অনুকূল নয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নির্দিষ্ট স্থান না থাকলেও ধূমপান করেন না। তবে যাত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ধূমপান নিষিদ্ধে কোনো সাইনেজ না থাকায় তাদের বাধা দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়েছে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আশা করছি শিগগিরই ব্যবস্থা হবে।' পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) আবদুল আওয়াল ভূইয়া বলেন, 'তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন সম্পর্কে আমি কিছু দিন আগেই জেনেছি। তবে স্টেশন ভবন ও প্লাটফর্মে ধূমপান নিষিদ্ধকরণে কোনো নোটিশ নেই, এটা আমার জানা ছিলনা।' তাই এ ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে জানান। এছাড়া জিআরপি পুলিশ এবং রেলওয়ের নিরাপত্তাকর্মীদেরও সতর্ক থাকার নির্দেশ দিবেন বলেও জানান।

এদিকে, তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি ও রাজশাহী জেলা প্রশাসক মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হওয়ার পর এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের জিএমসহ সকল দপ্তরে চিঠি দিয়েছেন। এখন কারা কারা আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি তা খুঁজে বের করে পরবর্তী ব্যবস্থা নিবেন। এছাড়া রেলওয়ে স্টেশনে ইতোমধ্যে বেশ কয়েক বার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ম্যাজিস্ট্রেটগণ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছেন। এতে পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য অনেককেই জরিমানাও করা হয়েছে। তবে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান আরও বাড়ানো ব্যাপারে উদ্যোগ নিবেন বলে জানান তিনি।

ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কি অপ্রতিরোধ্য?

বাংলা ট্রিবিউন
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪

জাকিয়া আহমেদ ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি) কোম্পানি যেন দিনে দিনে অপ্রতিরোধ্য হয়ে যাচ্ছে। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কোম্পানিটি অবৈধ প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে অবাধে। কনসার্ট ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আড়ালে চলছে তাদের বিভিন্ন ব্রান্ডের প্রমোশন। যা ধূমপানে তরুণদের উৎসাহিত করার প্রাণপন চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৯ সেপ্টেম্বর কোম্পানিটির নতুন ব্র্যান্ড 'বেনসন অ্যান্ড হেজেজ ফাইন কাট'-এর প্রমোশনের জন্য ৬ দিন ব্যাপী এক কনসার্টের আয়োজন করা হয় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে। তবে গণমাধ্যমে এ সংক্রান্ত সংবাদ প্রচার হলে কনসার্টটি তারা প্রথমে হরতালের কারণে স্থগিত হয়েছে বলে অনানুষ্ঠানিকভাবে জানায়। কিন্তু হরতালের পরেও এ কনসার্ট তারা আর করেনি। তবে এখানেই থেমে নেই। এবার তারা আয়োজন করেছে নতুন এক 'প্রতিযোগিতা'র। যদিও এ ধরনের 'প্রতিযোগিতা' ২০০৪ সাল থেকেই করে আসছে বিএটি। তবে বিএটি এটাকে 'প্রতিযোগিতা' বললেও তামাক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যারা কাজ করেন তারা এটিকে মৃত্যু বিপণন প্রতিযোগিতা হিসেবে অভিহিত করেছেন। অথচ, দেশে বিদ্যমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর ৫(গ) ধারায় এ ধরনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন ও পুরস্কার প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি বিএটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ অডিটোরিয়ামে 'ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৪' প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে। এ বছরের শ্লোগান, "Are you next in the Legacy of Leaders?" ইতিমধ্যে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আহ্বানও জানানো হয়েছে যা অক্টোবরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত চলবে। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের এই http://batb.bdjobs.com/bom2014 ওয়েবসাইটে গিয়ে তাদের টুইটার ও লিঙ্কডইন একাউন্টের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করার জন্য বলা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ অডিটোরিয়ামে এ ধরনের অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কী ধরনের পদক্ষেপ নেবে জানতে চাইলে ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, "আমি এ সম্পর্কে এখনও কিছু জানি না। আইবিএ'র পরিচালকের কাছে আগে আমাকে খবর নিতে হবে। বুঝতে হবে বিষয়টা কী। তারপর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাববো। তাদের এ প্রতিযোগিতা আইনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কিনা সেটাও দেখার বিষয়।" তবে উপাচার্য আরও বলেন, "ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশে কাজ করছে। তাদের অবশ্যই বাংলাদেশের আইন মানতে হবে। আইন মেনে তাদের কাজ করতে হবে। তাদেরকে নিয়মের মধ্যে না থাকলে হবে না।" জাতীয় তামাকবিরোধী জোটের সম্পাদক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম বাংলা ট্রিবিউনকে এ বিষয়ে বলেন, ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ করছে বিএটি। কারণ সিএসআর (কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি)-এর নামেও কোনও তামাক কোম্পানি এ ধরনের কাজ

করতে পারবে না। এটা আইনে স্পষ্ট বলা আছে। তার মানে বিএটি শুধু বিদ্যমান আইনই নয়, রাষ্ট্রকেও অবজ্ঞা করছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টেকনিক্যাল অফিসার ফর টোব্যাকো কন্ট্রোল ড. মাহফুজুল হক বাংলা ট্রিবিউনকে এ বিষয়ে বলেন, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন যেটা সংশোধিত হয়েছে ২০১৩ সালে সেখানে বলা হয়েছে, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বা এর ব্যবহার উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে (কোনও কোম্পানি) কোনও দান, পুরস্কার, বৃত্তি প্রদান বা কোনও অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার (স্পন্সর) বহন করবে না, করাবেও না। এখন আমি মনে করি, বিএটি 'ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৪' এর আড়ালে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের চেষ্টা চালাচ্ছে যেটা বাংলাদেশের এই আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। একইসঙ্গে আমি এও মনে করি, টোব্যাকো কন্ট্রোল নিয়ে বাংলাদেশ সরকার যদি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কোনও টেকনিক্যাল সহযোগিতা চায় তাহলে অবশ্যই আমরা তামাক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করবো। অপরদিকে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল-এর সমন্বয়ক আমিন উল আহসান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, "বিএটি ২০০৪ সাল থেকেই এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তবে আমরা সাধারণত ওদের এ ধরনের অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার পর জানতে পারি। এখন মিডিয়া অনেক সোচ্চার। মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর তৎপরতা ও সচেতনতার কারণে এখন আগে থেকেই আমরা জানতে পারি। আমি বিএটির এই ব্যাটল অব মাইন্ড-এর কথা শুনেছি। তবে এর কিছু কাগজপত্রের জন্য অপেক্ষা করছি। আরেকটু বিশদ জেনে কাগজপত্র হাতে এলেই পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে পারবো। বিএটি এর মাধ্যমে আইনের কোন কোন ধারা লঙ্ঘন করছে সেটাও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানাতে হবে।" আমিন উল আহসান আরও বলেন, "টোব্যাকো নিয়ন্ত্রণে কাজ করার জন্য আসলে শক্তিশালী জনবল এখনও আমাদের তৈরি হয়নি। আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করছি নির্দিষ্ট কিছু প্রজেক্টে। সম্পূর্ণভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করবে এমন প্রতিষ্ঠান আমাদের দরকার যাদের হাতে ক্ষমতা থাকবে। যারা তামাক নিয়ন্ত্রণে 'লিগ্যাল অথরিটি' হিসেবেই কেবল কাজ করবে।"

অপরদিকে বরাবরের মতোই সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে গেছে বিএটি। তাদের অভ্যর্থনায় ফোন দিয়ে দুইবার জনসংযোগ কর্মকর্তাকে চাইলে 'ফোনটি ট্রান্সফার করছি' বলা হলেও পরে কেউ ফোন ধরেনি। পরে সেখানে আবার ফোন দিয়ে এই প্রতিবেদকের নাম্বারটি দিয়ে অনুরোধ করা হয় কথা বলার জন্য। কিন্তু কোনও ফোন না পাওয়ায় আবার ফোন করা হলে সেখান থেকে জানানো হয়, মিডিয়া দেখেন যে দুজন- আনোয়ারুল আমিন এবং ফয়েজ আলী উনারা কেউ অফিসে নেই। এদিকে ভবিষ্যৎ তরুণ প্রজন্মকে রক্ষায় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)-এর বেআইনি প্রতিযোগিতা 'ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৪' বন্ধ করার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছে তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত প্রতিষ্ঠান প্রজ্ঞা।

তামাক চাষীদের সর্বনাশ

যুগান্তর
৩ আগস্ট ২০১৪

মিজান চৌধুরী বিড়ি-সিগারেট উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর প্রলোভনে পড়ে তামাক চাষীরা সর্বনাশা পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। কোম্পানির আগাম টাকায় তামাক চাষ হলেও উৎপাদন শেষে চাষীদের হাতে কোনো টাকা থাকে না। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমে গেলে কোম্পানিগুলোও দাম কম দেয়। ফলে চাষীরা আর্থিক সংকটে পড়ে। এই সংকট মোকাবেলায় চাষীরা জমি বিক্রি করে দৈনন্দিন চাহিদা মেটাচ্ছে। অন্যদিকে যে জমিতে তামাক চাষ হচ্ছে, সে জমিতে অন্য কোনো ফসল হচ্ছে না। ফলে চাষীদের তামাক ছাড়া অন্য কোনো ফসল চাষ করাও সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া তামাক চাষের ফলে চাষীরা স্বাস্থ্যগত নানা সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছেন। এসব কারণে তামাক চাষ করে চাষীরা এখন নিঃস্ব হওয়ার উপক্রম হয়েছেন।

প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে উৎপাদন কম হওয়া ও তামাকের দাম কমে যাওয়ার কারণে চাষীরা একদিকে লাভের মুখ দেখছেন না, অন্যদিকে মূল্যস্ফীতির কারণে গ্রামগঞ্জের জীবন-যাত্রার ব্যয় বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে। ব্যয়ের সঙ্গে আয়ের সমন্বয় না থাকায় চাষীরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। শেষ পর্যন্ত চাষের জমিটুকু বিক্রি করে দিয়ে পরিস্থিতির মোকাবেলা করছেন অনেকে। কক্সবাজারের তামাক চাষের জন্য খ্যাত অঞ্চল চকোরিয়ার কৃষকদের ওপর অনুসন্ধান করে এ তথ্য পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, গ্রামাঞ্চলে গত ৫ বছরে গড়ে প্রতি বছর মূল্যস্ফীতি হয়েছে ১০ দশমিক ৮ শতাংশ। এ হিসাবে ৫ বছরে ১০০ টাকায় কমেছে ৫৪ টাকা। কিন্তু সেভাবে বাড়েনি তামাক চাষে মুনাফা। কৃষকের হিসাবে এটি লোকসানি চাষ। ফলে একদিকে লোকসান গুনছে, অন্যদিকে মূল্যস্ফীতির আঘাতে তাদের আয় কমে যাচ্ছে। ফলে ২০০৯ সালে চকোরিয়ার কাকারা অঞ্চলের একজন কৃষক ১৯৪ টাকা দিয়ে যে পণ্য ক্রয় করেছেন, ২০১৪ সালে ওই পণ্য কিনতে ১৯৭ টাকা গুনতে হচ্ছে। এতে কৃষক পরিবারগুলোর জীবন-যাত্রার ব্যয় অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। উভয় আঘাতে একজন তামাক চাষী দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্র হয়ে পড়ছেন। বেঁচে থাকার তাগিদে হাতছাড়া করছেন চাষের জমিও।

বিষয়টি নিয়ে চকোরিয়ার তামাক চাষী, উৎপাদনকারী, অর্থনীতিবিদ ও সরকারের পলিসি পর্যায়ে অনুসন্ধান করা হয়। এতে চাষের জমি বিক্রি করে বেঁচে থাকার চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায়। এ পরিস্থিতি মোকাবেলা প্রসঙ্গে কথা হয় চকোরিয়া কাকারা ৫ নম্বর ওয়ার্ড মাইসকাকেরার কৃষক আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে। তিনি জানান, পরিবারের ৮ সদস্য তামাক চাষের ওপর নির্ভরশীল। তার হিসাবে বছরে পারিবারিক খরচ ২ লাখ টাকা। কিন্তু সবকিছু মিলে তার আয় আসে ৮০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা। বাকি অর্থ ঋণ করে চলতে হয়। এভাবে চলতে গিয়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তার মতে, গত ৫ বছরে সংসারের খরচ বৃদ্ধির সঙ্গে তামাক চাষে আয় বাড়েনি। কষ্ট করে চাষ করেও দাম পাচ্ছেন না। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় তিনি গত বছর ২ কানি চাষের জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। পড়ন্ত বিকালে একটি চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে কাকারার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কৃষক সুকুমার রায় এই প্রতিবেদককে বলেন, আড়াই লাখ টাকা ব্যয়ে ৬ কানি জমিতে তামাক চাষ করেছেন। কিন্তু বিক্রি করেছেন মাত্র দেড় লাখ টাকা। সুকুমার রায়ের মতে, বছরে তার সাংসারিক খরচ প্রায় ৩ লাখ টাকা, যা পাতা চাষ করে এই ব্যয় মেটানো সম্ভব নয়। এই চাষের একদিকে লোকসান ও অন্যদিকে জীবন-যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে গত বছর তিনি এককানি জমি বিক্রি করেছে বলে জানান।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, তামাক চাষে লোকসানের পেছনে রয়েছে কোম্পানিগুলোর নানা কৌশল। শেয়ার বাজারের মতো আকস্মিক দাম বাড়ান, হঠাৎ পাতা ক্রয় বন্ধ, চাঁদাবাজদের বাধ্যতামূলক কমিশন আদায়সহ নানা কৌশলের শিকার হচ্ছেন কৃষকরা। এতে চাষীরা পাতা চাষে লাভ দেখছেন না। এই কৌশলের কথা তুলে ধরেন একই এলাকার কৃষক মোহাম্মদ হাসান। তিনি বলেন, এ বছর এক কেজি তামাক পাতার মূল্য ১২০ টাকার উপর উঠেনি। খেত থেকে তোলার শুরুতে পাতার প্রথম গ্রেডের মূল্য নির্ধারণ করে ১৪৫ টাকা। এরমধ্যে ৩ টাকা স্থানীয় চাঁদাবাজদের কমিশন কেটে রাখা হয় বিক্রয় কেন্দ্রে। ফলে একজন কৃষক প্রকৃত মূল্য পায় ১৪২ টাকা। তার মতে, প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময় থেকে টানা দেড় মাস কোম্পানিগুলো কৃষকদের কাছ থেকে পাতা কিনে। কিন্তু এ বছর মাত্র ২০ দিনের মাথায় পাতা কেনা বন্ধ করে দেয়। এতে মহাবিপাকে পড়েন চাষীরা। একদিকে পাতা কেনা বন্ধ ঘোষণা দিলেও অন্য দিকে আবার কম দামে অর্থাৎ ১৪৩ টাকা দরের তামাক কৃষকদের

বেকায়দায় ফেলে ১শ থেকে ১০৫ টাকা দরে কিনে নিয়েছে। এই কৌশলের কারণে চাষীদের এ বছর ব্যাপক লোকসান হয়েছে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, সুবিধা দেয়ার নামে কৃষি উপকরণ উচ্চ মূল্যে তামাক কোম্পানিগুলো কৃষকদের হাতে গছিয়ে দিচ্ছে। এক বস্তা সার খোলা বাজারে ৩ হাজার টাকা কিন্তু কোম্পানি রাখছে ৩ হাজার ৫শ টাকা। এক কেজি পলিথিনের মূল্য ১২০ টাকা হলেও নেয়া হচ্ছে ২শ টাকা। একজন চাষীকে এককানি জমিতে চাষের জন্য কোম্পানিগুলো ঋণ হিসেবে নগদ ২০ হাজার টাকা, সার বীজ বাবদ ২০ হাজার টাকা, মোট ৪০ হাজার টাকা দিচ্ছে। আবার এই অর্থ সমমূল্যের পাতা বুঝে নেয়ার পর শুরু করে কৃষক নির্যাতন। নির্যাতনের ধরন হচ্ছে বেশি মূল্যের পাতা কম দাম দিয়ে কিনে নেয়া হয়। এতে তামাক চাষ করলেও খরচ উঠছে না। এই কৃষকের দেয়া তথ্যমতে, কাকারা ইউনিয়নের প্রত্যেক চাষী সর্বোচ্চ ৪ লাখ থেকে সর্বনিম্ন ১ লাখ টাকা ঋণগ্রস্ত।

ওই এলাকার কৃষক নুরু মিয়া তামাক খেতের আইল ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলেন, তিনি তামাক চাষে লোকসানে পড়ে গত বছর আধাকানি জমি পৌনে ২ লাখ টাকায় বিক্রি করেছেন। ওই টাকা দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করেন। তিনি বলেন, পরিবারে ৭ জন মিলে গত ৮ মাস জমিতে সময় দিয়েছেন। যার পারিশ্রমিক ধরলে এককেজি তামাকের উৎপাদন খরচ হবে ২শ টাকা। তিনি এককানি জমিতে সাড়ে ৫শ কেজি তামাক উৎপাদন করেছেন। এরমধ্যে বিভিন্ন কারণে বাদ পড়েছে ১শ কেজি। বাকি সাড়ে ৪শ কেজি ১৪২ টাকা দরে নেয়ার কথা। কিন্তু দাম দেয়া হয়েছে ১২০ টাকা। ওই হিসাবে তার এ বছর লোকশান হয়েছে কেজিতে ৮০ টাকা। এই লোকশানের পর কোম্পানির কাছ থেকে নেয়া ঋণের টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে বাধ্য হয়েছেন জমি বিক্রি করতে। তিনি আরও বলেন, জীবন-যাত্রার ব্যয় অনেক বেড়েছে। বছরে আয় হচ্ছে মাত্র ৬০ হাজার টাকা। কিন্তু পরিবারের সাত সদস্যের পারিশ্রমিক ও ধানের খরচ মিলে ব্যয় ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। নব্বই হাজার টাকার ঘাটতি থাকছে। এভাবে চলতে গিয়ে আমার আগামীতে আরও চাষের জমি হাতছাড়া হতে পারে এমন আশঙ্কাও করেছেন তিনি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চকোরিয়ার কাকারায় এক সময় সব ধরনের শস্য উৎপাদন হতো। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলোর প্রলোভনে পড়ে এখানের প্রায় ৪শ কৃষক ফসল বাদ দিয়ে তামাক চাষে জড়িয়ে পড়ছে। প্রতিযোগিতামূলক চাষ করতে গিয়ে ধানের জমি লিজ মূল্য গত কয়েক বছরে কয়েশগুণ বেড়েছে। আর ইচ্ছা থাকলেও এখানের কৃষকরা অন্য ফসল উৎপাদনে যেতে পারছেন না। কারণ এক জমির মূল্য অনেক বেশি, দ্বিতীয় অন্য ফসলের বাজারজাত সমস্যা। যে কারণে সব হারিয়ে এখন

তাৎক্ষণিক লাভের আশায় কৃষক তামাক চাষে ঝুঁকছে

– বেগম মতিয়া চৌধুরী

কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী তামাক চাষের ব্যাপারে গত ৮ জুলাই যুগান্তরকে বলেন, তামাক কোম্পানিগুলোর প্রলোভনে পড়ে স্থানীয় কৃষকদের যেটুকু জমি আছে তার মধ্যে ধান ও সবজির পাশাপাশি তামাক চাষ করছে। অবশ্য তামাক কোম্পানিগুলোর নগদ টাকা পেয়ে প্রলোভনে অনেক কৃষক এ কাজ করছে। সেখানে আমরা সবজি, ভুট্টাসহ অন্যান্য ফসলে যাওয়ার চেষ্টা করছি। ভুট্টা থেকে আটা হচ্ছে, গো-খাদ্য, হাঁস-মুরগির খাদ্যও তৈরি হচ্ছে। এছাড়া এটির খড়ি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। ভুট্টার পাতা গরুর খাবার হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। এসব কারণে আমরা স্থানীয় কৃষকদের তামাকের পরিবর্তে শাক-সবজি চাষে উৎসাহিত করছি।

কিছু জমিতে ভুট্টা চাষের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। সেগুলো চাষ করার উপরও গুরুত্ব দিচ্ছি। কিন্তু কৃষকরা তাৎক্ষণিক লাভের আশায় তামাক চাষের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছেন। জমির স্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক চাষ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

মাত্র ১০ শতাংশ জমিতে ধান ও সবজি উৎপাদন হচ্ছে। এ পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে তিন নম্বর ওয়ার্ডের কৃষক আবদুর রহিম বলেন, নিজেদের মধ্যে চাষ নিয়ে এক সময় প্রতিযোগিতা হয়েছে। ফলে যে জমির কানি ১ হাজার ৮শ টাকা দিয়ে লিজ নেয়া যেত এখন এর মূল্য দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার টাকা। এত বেশি মূল্য দিয়ে ধান ও তামাক উভয় চাষে লোকসান হচ্ছে।

এদিকে ফসল উৎপাদন বাড়াতে বিভিন্ন জেলায় সরকার নানা ধরনের পদক্ষেপ নিলেও চকোরিয়ার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩-২০১৬ এই তিন অর্থবছরের জন্য ৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৩টি জেলায় দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। ইতোপূর্বে আরও অনেক প্রকল্প নেয়া হলেও এই অঞ্চলের জন্য কোনো উদ্যোগ নেই। যে কারণে কৃষকরা এই অঞ্চলে তামাক থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। কৃষক মিয়া হোসেনের মতে, আমি একা ধান চাষ করতে চাইলে পারব না। অন্য কোনো চাষে যেতে পারব না। কারণ বিক্রির ব্যবস্থা নেই। এই কৃষক আক্ষেপ করে বলেন, বাধ্য হয়ে জমি বিক্রি করেও লোকসানি তামাক চাষ করছি। তার মতে, এখানে এক সময় ধান ও সবজি চাষ হয়েছে। কিন্তু এখন মাত্র ১০ শতাংশও শস্য চাষ হচ্ছে না। পুরোটা চলে গেছে তামাকের দখলে। ফলে এককানি জমিতে সবজি বা ধান চাষ করতে ব্যয় হচ্ছে ৩০ হাজার টাকা। কিন্তু বিক্রি করে পাওয়া যাচ্ছে তার অনেক কম। কারণ বিক্রির সঠিক ব্যবস্থা নেই। ন্যায্য মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না। তামাক চাষের বিরুদ্ধে ওই অঞ্চলের আন্দোলনকারী প্রবীণ কৃষক মোহাম্মদ আলীর মতে, চকোরিয়া প্রায় ৩ লাখ লোকের বাস। কিন্তু এখানে বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। পণ্যের বাজারজাত ব্যবস্থা ভালো নয়। ফলে এখানে খাদ্যশস্যের চাষ কমেছে। বাজার থেকে অধিকাংশ কৃষকের নিত্যপণ্য কিনে খেতে হয়। এ জন্য আশপাশ অন্যান্য অঞ্চল থেকে এখানে নিত্যপণ্য আসছে।

Gtv
২ জুন ২০১৪

বিশ্বে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর সর্ববৃহৎ কারণ তামাক। বাংলাদেশে মূলত বিড়ি, সিগারেট, জর্দা, গুল ও সাদাপাতা তামাক পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পণ্যের নামে এসব বিষ বিক্রয় করে তামাক কোম্পানিগুলো প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা করলেও তামাকপণ্যের জটিল কর কাঠামোতে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সরকার। বিস্তারিত এফ এম বায়েজিদের রিপোর্টে।

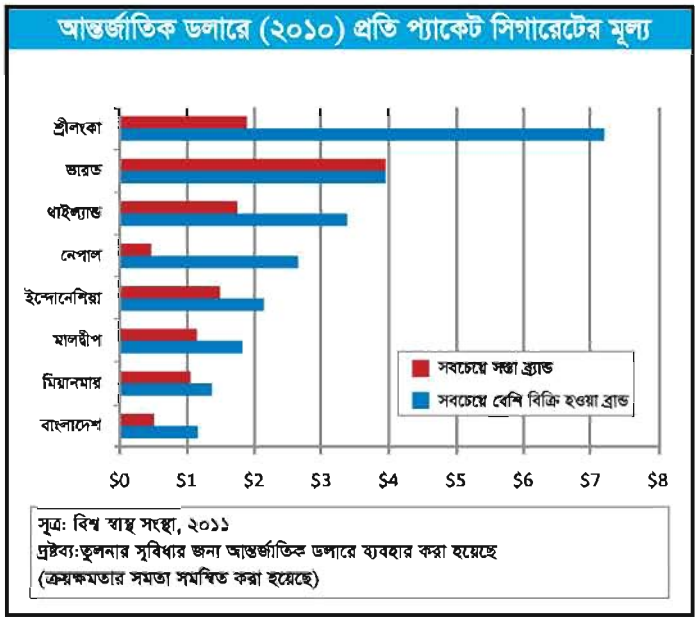

বর্তমান কর ব্যবস্থায় ব্র্যান্ড ও ধরনভেদে তামাকপণ্যের উপর করের হার ভিন্ন। সস্তা ব্র্যান্ডের সিগারেট ও বিড়ির উপর করের পরিমাণ অনেক কম। দেশের স্বাস্থ্য খাতে সরকারের অতিরিক্ত ভর্তুকি এড়াতে অধিক কর আরোপের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়ানো সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সম্পর্কে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর বাংলাদেশ প্রোগ্রাম ডিরেক্টর তাইফুর রহমান বলেন, 'অন্যান্য জিনিসের দাম যে হারে বাড়ছে, তামাকের দাম সে হারে বাড়ছে না। এই জন্য মানুষের কাছে এটা দিন দিন অ্যাফরডেবল হয়ে যাচ্ছে। এটা অ্যাফরডেবল না হয়ে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায় সেটার জন্য উচ্চ হারে করারোপ করা প্রয়োজন।'

বিশ্বে বাংলাদেশেই সিগারেটের দাম সবচেয়ে কম, আরও কম বিড়ির দাম। তামাক ব্যবহারে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় ৩ ভাগের সমপরিমাণ। তামাকের উপর উচ্চ হারে কর যেমন অনেক জীবন বাঁচাবে, তেমনি রাজস্ব আয় বাড়বে সরকারের।

এ সম্পর্কে ড: আকবর আলী খান বলেন, 'তামাকের ওপরে করের হার ক্রমান্বয়ে বাড়ানো দরকার। করের হার বাড়াতে পারলে অনেক ক্রেতা নিরুৎসাহিত হবে এবং হয়তো তামাকের ব্যবহার কমে যেতে পারে এতে সরকারও রাজস্ব পাবেন।'

সিগারেট ও বিড়ির উপর বাড়তি কর আরোপের সম্ভাব্য ফলাফলে দেখা যায়, ধূমপায়ীর সংখ্যা কমবে সিগারেটে ৭০ লক্ষ ও বিড়িতে ৮ লক্ষ। নতুন করে ধূমপান করবে না সিগারেটে ৭০ লক্ষ এবং বিড়িতে ৩৫ লক্ষ। আর অকালে মৃত্যু রোধ করবে সিগারেটে ৬০ লক্ষ আর বিড়িতে ১২.৬ লক্ষ। আর এ খাত থেকে অতিরিক্ত কর আদায় হবে সিগারেটে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা এবং বিড়িতে ৭২০ কোটি টাকা। কর ফাঁকি রোধে তামাক পণ্যের শুল্ক বৃদ্ধি করতে মূল্য স্তর না বাড়িয়ে বরং এসব পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্কের হার উল্লেখযোগ্য হারে বাড়াতে সরকারের উচিত কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া।

The Daily Star
May 30 2014

Tobacco Takes Over

With little prospects of selling their food crops, more and more farmers in Lalmonirhat are switching to growing tobacco – a change that has significant negative effects on health and food production

Tobacco has been taken over the fields that once grew food crops

M Abul Kalam Azad and S Dilip Roy Whether you are sitting at a tea stall or walking through a village the presence of tobacco is palpable. Tobacco stacks are piled up in houses, shops and even in filling stations. It is peak time for harvesting and selling tobacco in Lalmonirhat. Although tobacco cultivation began decades back, in recent years it has boomed in this district, thanks to the chronic poverty of farmers and successful motivation of tobacco companies. In the past, for generations, farmers produced paddy, wheat, vegetables and mustard. After fulfilling family needs, they sold out the surplus products. But rising production costs and low prices of the crops have kept them poor and in constant hardship.

Companies like British American Tobacco, Dhaka Tobacco, Abul Khayer, Akij, Nasir and Bengal took this as an opportunity for brisk business. They have set up offices and employed workers to lure farmers. There is no other industry here which can generate employment. These companies regularly go from village to village, train farmers on tobacco cultivation, give them seeds and interest-free loans for tobacco cultivation. It works well as tobacco is now a major crop in the district. Farmers predict the highest tobacco cultivation this year in Lalmonirhat. As estimated, tobacco is cultivated on about 50,000 hectares of land. However, the Department of Agricultural Extension (DAE) figure does not match with this. It claimed tobacco was cultivated on 26,500 hectares of land this year which was 10,250 hectares last year. Locals alleged that DAE, being influenced by the tobacco companies, manipulates the figure.

Manowar Hossaun, a farmer at Baninagar village of Kaliganj upazila says he never cultivated tobacco in the past but this year he was encouraged to cultivate it on his three acres of land where he used to grow paddy. Like him, Nazar Ali, Moslem Uddin, Sabur Miah and many others cultivated tobacco in their paddy grown lands for the first time this year. About five thousand farmers in the district have enlisted their names as tobacco growers this year, says Kakina Union Ekota Farmers' Samity president Taher Ali. Farmers at different villages say tobacco brings windfall profits for them, which gives them the incentive to cultivate it instead of other crops such as paddy. The tobacco companies, moreover, provide them with seeds, fertiliser and all other inputs and technical support to cultivate it. Farmers add that they never have problems selling their crops as the tobacco companies purchase these from their doorstep. Ashraf Ali, a tobacco grower, for the last twenty years at Saptibari village at Aditmari upazila informs that many farmers started cultivating tobacco with the hope of earning windfall profits. "We the tobacco growers always get input and technical support from the tobacco companies, and tobacco brings solvency in the area," he says.

Growing tobacco however, requires the use of pesticides to keep the crops insect-free. Tobacco growers Neyanat Ali, Hakim Mia, and others at Tiktikir Bazar village in Lalmonirhat sadar explain that huge amounts of pesticides used for killing pests in the tobacco fields is a great threat to the health of growers and their families. "Sometime we take away empty bottles of pesticide for the home using them for keeping cooking oil because we are not aware of the dangers" says Neyamat, adding that many children have fallen sick because of indiscriminate use of pesticide in the tobacco fields. Khabir Uddin, sub-assistant

Farmers never have problems selling tobacco.

agriculture officer at Aditmari upazila says that a larger amount of pesticides are used in the tobacco fields compared to other crops.

Nur Islam of Sharpukur village in Aditmari Upazial cultivated tobacco on two acres of land this year on which he once cultivated paddy. "We get all kinds of support from the companies. They also assure us of buying our product," he says. He opines that farmers will reduce tobacco cultivation if the government provides them with the kind of support provided by tobacco companies. Mofizul, Shairful and many others echo the same view. DAE Deputy Director Safayet Hossain, thinks the matter is more grave. He predicts a disastrous impact on food production if the cultivation of tobacco keeps increasing and substituting food crop cultivation. Immediate government intervention is needed he believes. "We tried to discourage farmers, highlighting health and environmental hazards of tobacco, but it did not work due to the companies' encouragement," he says, adding that the fertility of soil is also threatened as tobacco destroys its nutrients.

The health hazards and environment pollution are also becoming apparent. But farmers have little or no idea about the harmful impacts of tobacco on their health, land and environment. "Skin diseases and breathing problems are unusually high among people," says Dr Nabiur Rahman, Residential Medical Officer RMO in Lalmonirhat Sadar Hospital. He says the number of asthma and tuberculosis patients is rising steadily in hospitals and clinics. He fears a devastating effect on the district's public health in the district.

Tobacco production has been so high that the poor farmers have started using it as an alternative to money. Now they can get various items just by giving tobacco leaves, not money. A man selling ice cream at Devpara village in Aditmari upazila on a bicycle, says many people give tobacco instead of money to buy ice cream. "I take it, as tobacco has a good price in the market." The government enacted a new law last year to check the proliferation of tobacco production, use of cigarette and other tobacco products. However, the ground reality is that both production of tobacco and use are on the rise. Bangladesh is among the five most affected countries by tobacco in the world. On an average, 165 people die everyday due to tobacco consumption.

M Abul Kalam Azad is a senior reporter and S Dilip Roy is Lalmonirhat correspondent of The Daily Star.

INDEPENDENT
১৮ মে ২০১৪

সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আড়ালে বিজ্ঞাপনের নিত্য নতুন কৌশল খুঁজছে তামাক কোম্পানিগুলো। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন জনসেবা নয়, কর মওকুফের সুবিধা নিয়ে কৌশলে তামাক চাষ সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার হচ্ছে এই খাতের অর্থ। ফারজানা শোভার রিপোর্ট।

কুষ্টিয়া সদরে পানিতে আর্সেনিক না থাকলেও একটি তামাক কোম্পানি জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে বসিয়েছে বিশুদ্ধকরণ পানির প্লান্ট। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন, প্রশাসনের সবস্তরের লোক এখানে বাস করে সুতরাং এখানে প্রশাসনকে দেখানো বা প্রশাসনকে বোঝানো যে আমরা সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কিছু কিছু কাজ করি।

কুষ্টিয়া সদরে পানিতে আর্সেনিক না থাকলেও একটি তামাক কোম্পানি জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে বসিয়েছে বিশুদ্ধকরণ পানির প্লান্ট। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন, প্রশাসনের সবস্তরের লোক এখানে বাস করে সুতরাং এখানে প্রশাসনকে দেখানো বা প্রশাসনকে বোঝানো যে আমরা সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কিছু কিছু কাজ করি।

ঝিনাইদহের আইপিএম ক্লাবটি গত ৬ বছরে মাত্র একবার ২৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, তাও আবার সমন্বিত নয় কেবল তামাক চাষ পদ্ধতি। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ আছে সেটিও। সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প দীপ্তর মাধ্যমে গোটা বান্দরবানকে আলোকিত করার দাবি নিয়ে বিজ্ঞাপন দিলেও বাস্তবচিত্র বলছে অন্য কথা। এ বিষয়ে একজন স্থানীয় অধিবাসী বলেন, 'যারা তামাক চাষ করে এদেরকে পর্যন্ত সোলার দেয় নাই। আর যারা তামাক চাষ করে নাই তাদেরকে তো দিবেই না।' ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সিএসআর খাতে দেশের নির্দিষ্ট কয়েকটি জেলায় একটি শীর্ষস্থানীয় বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ব্যয় করেছে ৫ কোটি টাকারও বেশি। করনীতিমালা অনুযায়ী এই সিএসআর দেখিয়ে নিয়মিত হারে কর মওকুফ সুবিধাও নিচ্ছে তারা।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলিকুজ্জামান বলেন, 'সিএসআর কি কি কাজে খরচ করা হচ্ছে তা সরকারেরই জানা উচিত বলে আমি মনে করি। বিশেষ করে তামাকের ব্যাপারে তারা তামাক চাষিদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকেই সহায়তা করে থাকে এবং সহায়তার নামে তামাক চাষে আরও উদ্বুদ্ধ করে।'

সিএসআর এর আড়ালে আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিঘ্রই অনুসন্ধান শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী। অর্থ প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, 'সিএসআর ব্যবহার করে বা অন্য কোন নানাবিধ উপায়ে জনগণের জন্য যা ক্ষতিকর তা করতে দেওয়া হবে না। এর পেছনে আড়ালেও যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সেটা বোঝার মত বা ফলো করার মত ক্ষমতা আমাদের আছে।' বিশেষজ্ঞরা বলছেন এসব সেবামূলক কাজের আড়ালে কেবল কর মওকুফই নয় মূলত বিজ্ঞাপন করছে কোম্পানিগুলো। পাশাপাশি আইন প্রণয়ন ও কঠোর কর আরোপের ক্ষেত্রে সহানুভূতির ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এসব বিষয়।

Rajshahi markets flooded with illegal foreign cigarettes

May 10 2014

Dr Aynal Haque, RAJSHAHI Local markets are now flooded with various illegal foreign cigarettes posing a serious threat to the public health. Selling and consumption of the unauthorized cigarettes have been enhanced manifold in the border belt city promptly creating a grave concern among the conscious circle relating to the massive drug addiction.

The brands namely black, black more, prine-prime, Esse, Esse-Lirths, Esseex, mode, Mood, Oris and Strawberry are being sold randomly in the markets. In addition frequent display of various advertisements for the illegal products in all the outlets and selling points are taking place to attract the consumers especially the young generation.

The existing tobacco control law has totally banned selling, distribution and marketing of tobacco and its products to the under 18 children. But the school and college-going children are the main purchasers of the branded cigarettes. Both packets and sticks of those are attractive and lucrative in colour and flavour. These foreign products contribute a lot to creating new smokers and encouraging the women towards smoking. Cigarette consumption is widely blamed as entrance of drug addiction. Sekendar Ali, general secretary of Shaheb Bazar Traders Association, told BSS that the cigarettes are mainly coming from Korea, China and Indonesia through different illegal sea routes. Interestingly, there was no name of producing country on the packets.

Some of the brands have strawberry and grape flavour, by which, the consumers are being cheated frequently. The growing age children are becoming habituated to smoking as a result of the malpractices. Many of the shop owners sell cigarettes with grocery and other essential food items simultaneously without any hesitation but the practice is detrimental to the public health, said Dr Mahbubur Rahman Khan, Associate Professor of Medicine of Rajshahi Medical College and Hospital.

Abu Bakker Ali, president of Rajshahi Chamber of Commerce and Industry, said the business of illegal cigarettes is escalating gradually due to lack of law enforcement as the traders are more interested to sell the unauthorized cigarettes for more profit. He expressed grave concern over gross violation of tobacco control law in the region and urged the authorities concerned to take punitive measures to resist the violation. Bakker Ali said tobacco products advertisements through packet display at all selling points and unabated marketing of foreign branded illegal cigarettes are taking place everywhere violating the law. He also mentioned that selling of tobacco products especially cigarettes to the schoolchildren and smoking in public places and transports are taking place haphazardly. The chamber leader said the tobacco control law was enacted in May, 2013, but its enforcement hasn't become visible as yet. For this reason, violation of the law is taking place randomly.

Sarder Tamiz Uddin, additional commissioner of Rajshahi Metropolitan Police, put high emphasis on more investigative media reports on hazardous impacts of smoking in public places and using tobacco products. "Cigarette consumption must he restricted to a greater extent for the sake of building a drug addiction-free society," he said.

দৈনিক জনকণ্ঠ

নিবিড় দেখা

২১ মে ২০১৪

তামাকের কর অর্থনীতি

কর ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ তামাক কোম্পানির

> “তার পর শুরু হলো এনবিআর এর প্রধান বাজেট সমন্বয়কের সঙ্গে তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিদের তদবির। প্রকাশ্য আলোচনা হবে, নাকি গোপনে। শেষ পর্যন্ত সফল হলেন তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিরাই।”

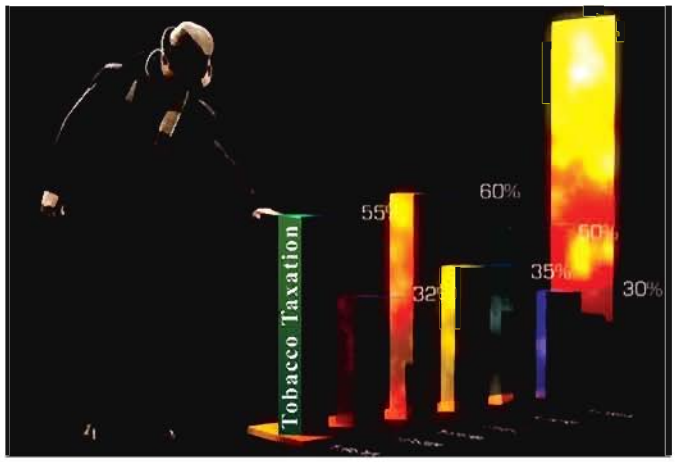

হামিদ-উজ-জামান মামুন দেশের কর ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করছে তামাক কোম্পানিগুলো। এটি হচ্ছে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব দিক থেকেই। ফলে বাজেটে কার্যকর করারোপ হয় না কোনবছরই। যেটুকুও কর আরোপ করা হয় তার খুব বেশি লাভ পায় না সরকার। দেখা যায় সব ধরনের তামাক পণ্যের খুচরা মূল্যের উপর একই হারে স্পেসিফিক ট্যাক্স (সম্পূরক শুল্ক) আরোপ না করে মূল্যস্তরভিত্তিক করারোপ করায় সুকৌশলে লাভবান হচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। তামাক কোম্পানিগুলোর এসব অপতৎপরতার বিষয়ে অর্থ প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান জনকণ্ঠকে বলেন, তামাক কোম্পানি তো চেষ্টা করবেই কর কমানোর জন্য। তারা যতই তৎপরতা চালাক না, কোন লাভ হবে না। কেননা এবার বিষয়টি এমনভাবে ফোকাস হয়েছে যে, পিছনে সরে আসার কোন পথ নেই। আমি নিজেও বলেছি কর বাড়বে। তাছাড়া স্বাস্থ্যের ক্ষতির কথা ভেবে ব্যক্তিগতভাবে আমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। অর্থমন্ত্রী এবং এনবিআর-এর চেয়ারম্যানও বলেছেন, তামাক পণ্যের উপর কর বাড়বে। আমরা সবাই চাচ্ছি কর বাড়ুক।

তামাক কোম্পানি হস্তক্ষেপের একটি উদাহরণ হচ্ছে, গত ২৮ এপ্রিল, সকাল ১০টা। রাজধানীর সেগুনবাগিচার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ভবন। হঠাৎ অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ও অর্থ প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান আসায় চেয়ারম্যানের ফ্লোরে সাংবাদিকদের ঢুকতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। তাই বারান্দায় বসে মন্ত্রীদের চলে যাওয়ার অপেক্ষা। অন্যদিকে সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা একে একে ঢুকছেন ভেতরে। বারান্দায় দু-এক জনের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে মিডিয়ার পরিচয় পেয়ে তড়িঘড়ি করে কেটে পড়ছেন তাঁরা। এ অবস্থায় বেলা ১১টার দিকে মন্ত্রীরা এনবিআর থেকে বেরিয়ে যান। এনবিআরর চেয়ারম্যানের সম্মেলন কক্ষে পূর্বনির্ধারিত প্রাক-বাজেট আলোচনার জন্য সিগারেট কোম্পানির প্রতিনিধিরা এবং সাংবাদিকরা ঢুকলেন। তার পর শুরু হলো এনবিআর এর প্রধান বাজেট সমন্বয়কের সঙ্গে তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিদের তদবির। প্রকাশ্য আলোচনা হবে, নাকি গোপনে। শেষ পর্যন্ত সফল হলেন তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিরাই। এনবিআর চেয়ারম্যানের অফিস কক্ষেই প্রায় সোয়া এক ঘণ্টার রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে আলোচনার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে কেউ মুখ খুললেন না। সাংবাদিকদের এক ধরনের ঠেলে দূরে সরিয়ে চলে যান কোম্পানির প্রতিনিধিরা। এ সময় বাজেট প্রস্তাবনা নিয়ে এত লুকোচুরি খেলা কেন সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ক্ষুব্ধ হন আকিজ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) বসির উদ্দিন। উল্টো তিনি বলেন এসব কেমন প্রশ্ন? তার পর তারা সবাই মিলে চলে যান মূসক বাস্তবায়ন এবং আইটির সদস্য ফিরোজ শাহ আলমের কক্ষে। সেখানে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। প্রাক-বাজেট আলোচনায় অংশ নেন ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের চেয়ারম্যান গোলাম মাইনুদ্দিন, একই কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সেহজাদ মুনেম, আকিজ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বসির উদ্দিনসহ অন্যরা। তার আগে ধারাবাহিক প্রাক-বাজেট আলোচনার শুরুতেই অন্যান্য কয়েকটি এসোসিয়েশনের সঙ্গে সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনকে আলোচনার জন্য দাওয়াত দেয় এনবিআর। কিন্তু যেহেতু সেই আলোচনা হলে প্রকাশ্যেই হতো তাই এনবিআরে আসেননি তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিরা। এভাবেই লুকোচুরির মধ্য দিয়ে মিডিয়া এবং সবার অন্তরালে কর ব্যবস্থায় প্রতিবছরই হস্তক্ষেপ করে তামাক কোম্পানিগুলো। যার ফলে বাজেটে কার্যকর করারোপ হয় না কোনবছরই। তামাক বিরোধী আন্দোলনের সংগঠনের নেতাদের আশঙ্কা আগামী বাজেটের আগেও গোপন অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে তামাক কোম্পানিগুলো। ফলে অদৃশ্য কারণে বাজেটে কর কাঙ্ক্ষিত হারে না বাড়ানো বা বিদ্যমান মূল্যস্তর বাতিল না হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। লুকোচুরি বিষয়ে সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে কথা হয় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের চেয়ারম্যান গোলাম মাইনুদ্দিনের সঙ্গে। তিনি সব প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান। তবে একপর্যায় তিনি বলেন, আমরা চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করেছি। কিন্তু আমাদের আবারও আলোচনার জন্য আসতে হবে। আজ বলার মতো কিছুই হয়নি।

সম্প্রতি প্রজ্ঞা প্রকাশিত ‘জনস্বাস্থ্য সবার উপরে: বাংলাদেশের তামাক মহামারি রুখতে তামাক কোম্পানির কূটকৌশল উন্মোচন’ শীর্ষক এক

নিবিড় দেখা

গবেষণা বইতে বলা হয়েছে, বহুজাতিক কোম্পানি হিসেবে তামাক কোম্পানিগুলো তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করতে একই ধরনের কৌশল অব্যাহতভাবে ব্যবহার করে থাকে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও তামাক কোম্পানির থাবা থেকে মুক্ত নয়। দেশী-বিদেশী কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে আসছে। আর এই প্রভাবিত করার উপায় হিসেবে তারা নানামুখী কৌশল অবলম্বন করে। যার মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ, বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের একত্রিকরণ, লবিং, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ, গবেষণায় অর্থায়ন ও বৈজ্ঞানিক পরামর্শক নিয়োগ, তথ্য বিকৃত করা, স্বার্থ হাসিলের জন্য বিভ্রান্তিমূলক ফ্রন্ট গ্রুপ তৈরি ও ব্যবহার, এনজিও ও এডভোকেসিতে জড়িতদের অর্থায়ন, মামলা-মোকদ্দমা, হুমকি প্রদান, জনসেবা ও কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচী, জনসংযোগ, চোরাচালান এবং আইনের ধারা অমান্য বা ভঙ্গ করা ও আইনের দুর্বলতাকে কাজে লাগানো। বলা হয়েছে বাংলাদেশে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ মূলত: নীতি কেন্দ্রীক, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আইন সংশোধনী ও করনীতি প্রণয়নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

সূত্র জানায়, বিশেষ করে কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসেবিলিটির (সিএসআর) নামে তামাক কোম্পানিগুলো কর ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপসহ তাদের পণ্যের প্রচার ও তাদের পক্ষে নীতি নির্ধারকদের সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, সিএসআর খাতে ২০০৯ সালে ব্যাপক পরিচিত একটি সিগারেট কোম্পানি যেখানে ৬ কোটি ১২ হাজার টাকা খরচ করেছিল সেখানে ২০১০ সালে তা বাড়িয়ে প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ১১ কোটি ১১ লাখ ১২ হাজার টাকা খরচ করেছে। বাজার তথ্য খাতেও ব্যয় বাড়িয়ে দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ওই খাতে এক বছরের ব্যবধানে খরচ ১২ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৬ কোটি টাকা। বাজার তথ্য খাতে খরচ করতে গিয়ে মূলত নিজেদের প্রমোশনাল কাজই করেছে প্রতিষ্ঠানটি। ওই কোম্পানিটি ২০১০ সালে সামাজিক দায়বদ্ধতা খাতে ব্যয় করেছে ১১ কোটি ১১ লাখ টাকা, ব্রান্ড বাজারজাত বাবদ ব্যয় করে ৪৪ কোটি ৬৫ লাখ ২৬ হাজার টাকা। ট্রেড বাজারজাত বাবদ ব্যয় করে ৬৯ কোটি ১৩ লাখ ৯০ হাজার টাকা। বাজার তথ্য খাতে গত ৫ বছরে ব্যয় করেছে ১৬ কোটি ৩৭ লাখ ৭২ হাজার টাকা। ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠানটি ৪২ কোটি ৬৯ লাখ ৮ হাজার টাকা ব্যয় করেছিল ব্রান্ড বাজারজাত খাতে। এ খাতে এক বছরের ব্যবধানে প্রায় ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ বাড়িয়েছিল কোম্পানিটি। যা বর্তমানে আরও বেশি হবে। কোম্পানিটির দীর্ঘ বছরের এক আর্থিক বিবরণী থেকে দেখা যায়, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের কাছাকাছি সময় থেকে প্রতিষ্ঠানটি সিএসআর এর নামে অর্থ ব্যয় করতে শুরু করে। ওই প্রতিষ্ঠানটি ২০০২ সালে প্রথম সিএসআর খাতে ব্যয় দেখায় ৩ কোটি ১৩ লাখ ৩১ হাজার টাকা। এর পর গত দশ বছরে এ খাতে ব্যয় বাড়িয়েছে প্রায় পাঁচগুণ। কোম্পানির দায়িত্বশীলরা সিএসআর খাতের ব্যয় জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। তারা জানান, বৃক্ষরোপণ, ব্যাটল অব মাইন্ড, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও ব্রেইনড্রেইনসহ বিভিন্নভাবে তারা সিএসআর খাতে অর্থ ব্যয় করে থাকে। এ কোম্পানিটি ছাড়া অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো এ খাতে বছরে প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করছে বলে জানায় তামাক বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্তরা। তাদের মতে সিএসআর এবং ব্রান্ডিংর নামে বাংলাদেশের তামাক পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো বছরে অন্তত ২শ' কোটি টাকা ব্যয় করে। এই টাকা দিয়ে প্রতিবছর ৫০ শয্যা বিশিষ্ট প্রায় ২৫টি করে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। প্রতি হাসপাতালে বহির্বিভাগসহ গড়ে প্রতিদিন ২শ' মানুষকে সাধারণ রোগের চিকিৎসা দিলে সেগুলোতে বছরে চিকিৎসা নিতে পারত প্রায় দেড় কোটি মানুষ। তাদের মতে সিএসআর বিষয়টি হচ্ছে লোক দেখানো। সিএসআর হিসেবে এসব কার্যক্রম দেখানো হলেও এর পেছনে থাকে অন্য উদ্দেশ্য। সামান্য সিএসআর কাজ করে পত্রিকায় বড় বড় করে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এসব বিজ্ঞাপনে তাদের কোম্পানির লোগো থাকে। যার মূলেই রয়েছে ব্রান্ড প্রমোশন বা কৌশলে প্রচার এবং কর ফাঁকি দেয়ার জন্য সহানুভূতি আদায়।

আগে থেকে তামাক পণ্যের দাম বাড়বে এ আওয়াজ দিয়ে গোপনে তামাক কাম্পানিগুলোর কাছে বেশি অর্থ নেয়ার অভিযোগ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান গোলাম হোসেন জনকণ্ঠকে বলেন, এটি ঠিক নয়, আগামী বাজেটেই দেখবেন কি হয়। তামাক কোম্পানির সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক বিষয়ে তিনি বলেন, ওই বৈঠকে বাজেটে কর বাড়া না বাড়া নিয়ে আলোচনা হয়নি। তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে মামলা নিয়ে। তাই রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে কর সুবিধা দেয়ার কোন বিষয় নেই। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান জনকণ্ঠকে বলেন, আমি সব সময়ই তামাক কোম্পানির বিপক্ষে রয়েছি। আগামী বাজেটে তামাক পণ্যের উপর কর বাড়ানো উচিত। তবে কর বাড়বে বলেই ইতোমধ্যেই এনবিআর এর চেয়ারম্যান আমাকে বলেছে। তামাকের ব্যবহার কমাতে আমি তামাক চাষে ঋণ দেয়া বন্ধ করে দিয়েছি। দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও তামাক বিরোধী আন্দোলনের সংগঠনের নেতাদের মতে, তামাক কোম্পানিগুলো মৃত্যুর সওদাগর হওয়া সত্ত্বেও সারা পৃথিবীতে তারা একটি পজেটিভ ইমেজের সুবিধা উপভোগ করে থাকে এ ইমেজ তৈরির অন্যতম মাধ্যম তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সিএসআর কার্যক্রম।

সামাজিক কর্মসূচীর নামে তামাক কোম্পানিগুলো যে নানাভাবে তাদের হস্তক্ষেপ অব্যাহত রাখে তার প্রমাণ মেলে তামাক কোম্পানির ভেতরকার বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত প্রতিবেদনে। যা ইতোমধ্যেই জনসম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে। তাই তামাকের ব্যবহার রোধে তাদের প্রস্তাব হচ্ছে আগামী বাজেটে সব ধরনের তামাক পণ্যের খুচরা মূল্যের উপর ৭০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা, সিগারেটের উপর প্রচলিত জটিল মূল্যস্তর প্রথা তুলে দেয়া, সব ধরনের সিগারেটের উপর একই হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা, বিড়ির উপর উচ্চহারে একক সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। সব ধরনের তামাক পণ্যের উপর সিগারেটের সমপরিমাণ কর আরোপ করা, সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির সঙ্গে মিল রেখে তামাকের মূল্যের বাৎসরিক সমন্বয় সাধন করা এবং তামাকের কর ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা। ■

তামাকের খবর তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সাময়িকী

PROGGA Knowledge for Progress

১৪ মে ২০১৪

তামাকের কর অর্থনীতি

নবিড় দেখা

বাজেটে সম্পূরক শুল্ক না বাড়ায় সস্তা হচ্ছে তামাক পণ্য

হামিদ-উজ-জামান মামুন সব পণ্যের দাম বাড়লেও উল্টো চিত্র তামাক পণ্যের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ সস্তা হচ্ছে এসব পণ্য। সম্পূরক শুল্ক না বাড়িয়ে শুধু মূল্যস্তর এবং ভিত্তিমূল্য সমন্বয় করার কারণেই এমনটি হচ্ছে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনও বাংলাদেশে তামাক পণ্যের দাম সবচেয়ে কম। ফলে লাফিয়ে বাড়ছে তামাক সেবনকারীর সংখ্যা। আর স্বাস্থ্য খাতে প্রতিবছর সরকারকে ব্যয় করতে হচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা। এ প্রেক্ষাপটে আগামী বাজেটে তামাক পণ্যের কর বাড়ানোর বিষয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত জনকণ্ঠকে বলেন, তামাক পণ্যের ওপর কর বাড়ানো হবে। প্রতি বছরই তো বাড়ে। কিন্তু এবার আরও বাড়বে। তাছাড়া এখনও হাতে সময় আছে। দেখা যাক কতটুকু বাড়ানো যায়। এ বিষয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ জনকণ্ঠকে বলেন, আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি, তামাক পণ্যের ওপর অধিক হারে কর বাড়ানোর বিকল্প কিছু নেই। তাছাড়া সিগারেটে করারোপের ক্ষেত্রে মূল্যস্তর তুলে দিতে হবে। কেননা, এক ধাপের সিগারেটের দাম বাড়লে মানুষ অন্যটিতে যেতে পারে। এ জন্য যখন সব তামাক পণ্যের দাম বাড়বে তখন এর ব্যবহার কমে আসবে।

২০১২ সালে প্রকাশিত দ্য ইকোনমিকস অব টোব্যাকো এন্ড টোব্যাকো ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা গেছে, পৃথিবীতে বাংলাদেশেই সিগারেটের দাম সবচেয়ে কম। বিড়ির দাম আরও কম। বলা হয়েছে গত কয়েক বছর ধরে সিগারেটের প্রকৃত মূল্য অর্থাৎ অন্যান্য পণ্যের মূল্যের তুলনায় ক্রমাগত কমছে। অন্যদিকে মানুষের প্রকৃত আয় বাড়ছে এবং এভাবে তামাক পণ্য ক্রমশ আরও বেশি পরিমাণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে চলে আসছে। তাছাড়া তামাক পণ্যের জটিল কর কাঠামোর কারণে কর ফাঁকি দিতে সহায়তা করছে তামাক কোম্পানিগুলোকে। সরকার হারাচ্ছে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে সিগারেটের ক্ষেত্রে মূল্যস্তর ভিত্তিক কর কাঠামো, ভিন্ন ভিন্ন মূল্যস্তরের ওপর ভিন্ন ভিন্ন হারে শতাংশ হিসেবে (এড ভ্যালোরেম) কর, ভ্যাট ও করারোপে জটিল ভিত্তি এসব তামাক পণ্যের কর কাঠামোকে জটিল করে তুলেছে। বিড়ির ওপর ধার্য কর অত্যন্ত কম এবং তা কেবল সরকার নির্দিষ্ট ট্যারিফভ্যালুর ওপর প্রযোজ্য। তামাক পণ্যের এ জটিল কর কাঠামোর সুবিধা পাচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো এবং সরকার এ খাত থেকে সম্ভাব্য রাজস্ব আয় করতে পারছে না। ওই গবেষণায় বলা হয়েছে তামাকের ব্যবহার কমানোর সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে তামাকজাত পণ্যের ওপর এমনভাবে কর বাড়ানো যাতে এসব দ্রব্যের মূল্য নিশ্চিতভাবে বাড়ে। সিগারেটের অতিরিক্ত মূল্য তরুণদের ধূমপান করা থেকে বিরত রাখবে এবং বর্তমান ধূমপায়ীদের সিগারেট সেবন ছেড়ে দিতে ভূমিকা রাখবে। বলা হয়েছে বাংলাদেশে বিদ্যমান মূল্যস্তর ভিত্তিক কর কাঠামোর পরিবর্তে সব ধরনের সিগারেটের প্রতি ১০ শলাকার প্যাকেটের ওপর ৩৪ টাকা হারে একক (স্পেসিফিক ট্যাক্স) আরোপ করা হলে সিগারেটের ওপর এক্সাইজ ট্যাক্সের (সম্পূরক শুল্কর) পরিমাণ হবে গড়পড়তা খুচরা মূল্যের ৭০ শতাংশ। আর বিড়ির ক্ষেত্রে প্রতি ২৫ শলাকার প্যাকেটের খুচরা মূল্যের ওপর ৪ দশমিক ৯৫ টাকা হারে কর আরোপ করা হলেও এক্সাইজ ট্যাক্সের পরিমাণ হবে গড়পড়তা খুচরা মূল্যের ৭০ শতাংশ। এর ফলে প্রায় ৭০ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী সিগারেট সেবন ছেড়ে দেবেন। ৭১ লাখ তরুণ ধূমপান শুরু করা থেকে বিরত হবে। প্রায় ৬০ লাখ অকাল মৃত্যু রোধ করা যাবে এবং সরকার ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করবে। এ ছাড়া বিড়ির ক্ষেত্রে প্রায় ৩৪ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক বিড়ি ধূমপায়ী বিড়ি সেবন ছেড়ে দেবেন। প্রায় ৩৫ লাখ তরুণ নতুন করে বিড়ি সেবন শুরু করবে না। প্রায় ২৪ লাখ অকাল মৃত্যু রোধ করা যাবে এবং বিড়ি থেকে সরকার বাড়তি ৭২০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করতে পারবে। সিগারেট এবং বিড়ি থেকে যে বাড়তি ২ হাজার ২২০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হবে তা দিয়ে ১২ হাজার ৩৩৩টি বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত করা সম্ভব।

সিগারেটের কর বিষয়ে সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আকিজ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) বসির উদ্দিন আহমেদ জনকণ্ঠকে বলেন, আমরা কখনও কর ফাঁকি দেই না। এই এনবিআর এ দাঁড়িয়েই আমি জোর দিয়ে বলছি আকিজ গ্রুপ কর ফাঁকি দেয় না। তারপরও পত্রিকায় রিপোর্ট বের হয়েছে আকিজের কর ফাঁকি নিয়ে। আগামী ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে কর বিষয়ে আপনাদের চাওয়া কি এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটি আপনাদের বলে লাভ কি। আমরা এনবিআরের চেয়ারম্যান মহোদয়কে বলেছি, আবারও বলব।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-এর ২০১১ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, পৃথিবীর অনেক দেশের চেয়ে বাংলাদেশে সিগারেট সস্তা। এতে বলা হয়েছে শ্রীলঙ্কায় এক প্যাকেট সিগারেটের দাম যখন ৭ দশমিক ২০ মার্কিন ডলার তখন বাংলাদেশে এক প্যাকেট সিগারেটের দাম ১ দশমিক শূন্য ৬ মার্কিন ডলার। অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে ভারতে ৩ দশমিক ৯৫ মার্কিন ডলার, থাইল্যান্ডে ৩ দশমিক ৩৮ ডলার, নেপালে ২ দশমিক ৬৫ ডলার, ইন্দোনেশিয়ায় ২ দশমিক ১৪ ডলার, মালদ্বীপে ১ দশমিক ৮২ ডলার এবং মিয়ানমারে ১ দশমিক ৩৭ ডলার। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এসব দেশের চেয়ে বাংলাদেশে

নিবিড় দেখা

> ২০০৪ সালে তামাক পণ্যের ব্যবহার ছিল ৩৭ শতাংশ ২০০৯ সালে এসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩ শতাংশে। আর বাড়তি চাহিদা মেটাতে বাড়ছে উৎপাদন। সিগারেটের উৎপাদন ১৯৯৪ সালে ছিল ১ হাজার ৬শ' কোটি শলাকা। ২০১০-১১ অর্থবছরে এসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৬শ' কোটি শলাকায়।

সিগারেটের দাম সবচেয়ে কম। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান গোলাম হোসেন জনকণ্ঠকে বলেন, আগামী ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে তামাক জাতীয় পণ্যের ওপর অধিক হারে করারোপের পরিকল্পনা রয়েছে। এক্ষেত্রে সরকার এবার কঠোর অবস্থানে রয়েছে। তামাকের স্বাস্থ্য ক্ষতি সম্পর্কে আমরা সবাই সচেতন, তাই কর বাড়াতে কোন সমস্যা নেই। সূত্র জানায়, আইন প্রণয়নের পাশাপাশি তামাক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি তামাক ব্যবহার হ্রাসের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি। তামাক নিয়ন্ত্রণে তামাক পণ্যের ওপর করারোপের কার্যকারিতা এমনকি তামাক কোম্পানির দ্বারাও স্বীকৃত। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তামাক কোম্পানি ফিলিপ মরিসের এক নথিতেও পাওয়া যায় এর প্রমাণ। এতে বলা হয়েছে, 'তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সবগুলো উদ্যোগের মধ্যে একটি আমাদের সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত করে তা হচ্ছে করারোপ। যদিও তামাকের বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং জনসমক্ষে ও পরোক্ষ ধূমপানের ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবসা সংকুচিত করে, আমাদের অভিজ্ঞতা বলে তামাক পণ্যে করারোপ আরও ব্যাপকভাবে তামাকের ব্যবহার হ্রাস করে।'

অন্তত তিনটি বিবেচনায় তামাক পণ্যের ওপর অধিকমাত্রায় করারোপ করা জরুরি বলে মনে করছে তামাকবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলোর নেতারা। তা হচ্ছে প্রথমত, জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনায় তামাকের ব্যবহার কার্যকরভাবে কমানোর জন্য তামাকের প্রকৃত মূল্য বাড়ানোর জন্য। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক বিবেচনায় তামাকের কর ও মূল্যবৃদ্ধি লাভজনক এবং তৃতীয়ত ফ্রেকওয়ার্ক কনভেনশন অব টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) সদস্য দেশ হিসেবে আইনগত বাধ্যবাধকতা, কারণ এই আন্তর্জাতিক চুক্তিতে তামাকের মূল্য বাড়ানোর জন্য যথাযথ রাজস্ব নীতি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। কার্যকর করের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে মনে করা হচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলোর অপতৎপরতা। এ কারণে তামাক পণ্যের কার্যকর কর ধার্য করা যাচ্ছে না। কেননা তারা বাজেটের আগে পরিকল্পিতভাবে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে তৎপরতা চালায়। এ প্রক্রিয়া গত অর্থবছর এবং চলতি অর্থবছরে তারা সফলও হতে পেরেছে বলে জানা গেছে। তামাক বিরোধী আন্দোলনকারীদের মতে এই গোষ্ঠীর অপতৎপরতা রোধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে দ্রুতই। তামাকের কর সংক্রান্ত এক বিশ্লেষণে দেখা যায়, তামাক পণ্যের ওপর ৭০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক ধার্য করা হলে এক বছরে বাংলাদেশে ১ হাজার ৩৬০ কোটি শলাকা সিগারেট ও বিড়ির ব্যবহার কমবে এবং তামাক খাত থেকে বাড়তি রাজস্ব অর্জিত হবে ২ হাজার ২২০ কোটি টাকা। কিন্তু এ ধরনের কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়িত না হওয়ায় প্রতিবছর সিগারেট ও বিড়ির প্রকৃত মূল্য কমছে। অর্থাৎ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম যে হারে বাড়ছে তামাক পণ্যের দাম সে হারে বাড়ছে না। ফলে অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের তুলনায় তামাকজাত পণ্য সস্তা হয়ে যাচ্ছে। যার কারণে বাংলাদেশে তামাক ব্যবহার কমছে না বরং বাড়ছে। ২০০৪ সালে তামাক পণ্যের ব্যবহার ছিল ৩৭ শতাংশ ২০০৯ সালে এসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩ শতাংশে। আর বাড়তি চাহিদা মেটাতে বাড়ছে উৎপাদন। সিগারেটের উৎপাদন ১৯৯৪ সালে ছিল ১ হাজার ৬শ' কোটি শলাকা। ২০১০-১১ অর্থবছরে এসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৬শ' কোটি শলাকায়। অর্থাৎ ১৬ বছরে উৎপাদন ব্যাপক বেড়েছে।

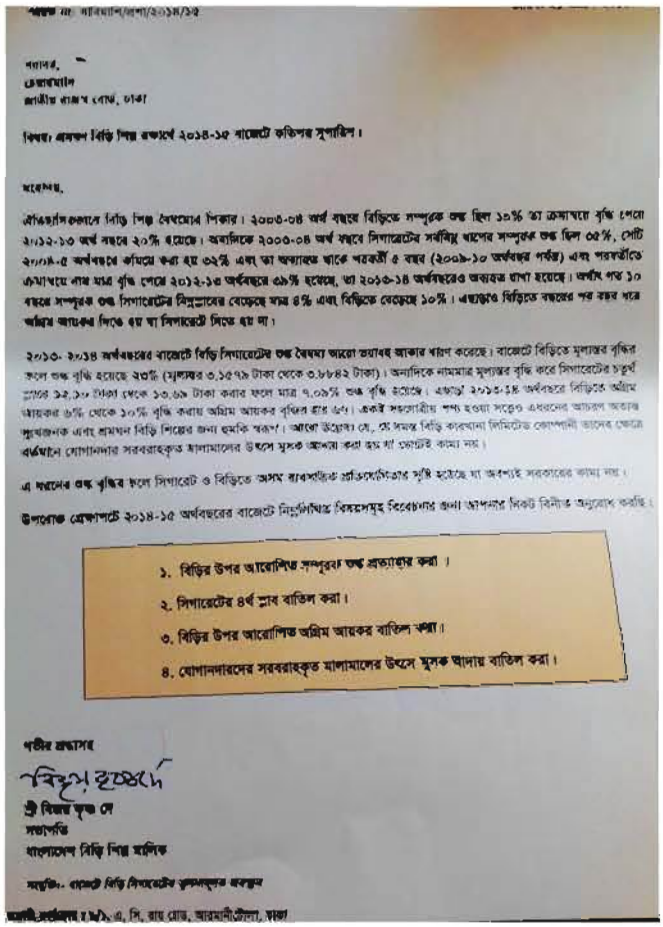

তামাক পণ্যের দাম বাড়লে যে এর ব্যবহার কমে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এটি প্রমাণিত। ১৯৮১ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ২৯ বছরের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে বাংলাদেশে সিগারেটের প্রকৃত মূল্য যখনই বেড়েছে, তখনই এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণায় দেখা গেছে, তামাকজাত দ্রব্যের ১০ শতাংশ (প্রকৃত) মূল্যবৃদ্ধি করা হলে এর ব্যবহার উন্নত দেশে ৪ শতাংশ এবং বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে ৮ শতাংশ কমে আসে। এ বিষয়ে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস এর বাংলাদেশ প্রধান তাইফুর রহমান জনকণ্ঠকে বলেন, প্রতিবছর দামী সিগারেটের দাম কিছুটা বাড়ে। কিন্তু কম দামী সিগারেটের দাম খুব কম বাড়ছে। যেটুকুও বাড়ছে এতে লাভ হচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলোর।

বিষয়: প্রকাশ বিড়ি শিল্প রক্ষার্থে ২০১৪-১৫ বাজেটে কতিপয় সুপারিশ।

১. বিড়ির উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা।
২. সিগারেটের ৪র্থ স্লাব বাতিল করা।
৩. বিড়ির উপর আরোপিত অগ্রিম আয়কর বাতিল করা।
৪. যোগানদারদের সরবরাহকৃত মালামালের উৎসে মূসক আদায় বাতিল করা।

তামাকের খবর তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সাময়িকী

PROGGA Knowledge for Progress

প্রজ্ঞা

প্রগতির জন্য জ্ঞান এই দর্শনকে সামনে রেখেই প্রজ্ঞা'র যাত্রা শুরু। জ্ঞানের সাথে অভিজ্ঞতার যে সম্পূরণ, আমাদের কাছে তা-ই 'প্রজ্ঞা'। একটি অলাভজনক এডভোকেসি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রজ্ঞা'র যাত্রা শুরু ২০০৮ সালের জানুয়ারী মাসে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিজ্ঞতায় নবীন হলেও একদল তরুণ কর্মীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর অফুরন্ত কর্মস্পৃহা প্রজ্ঞাকে সমৃদ্ধ করছে প্রতিনিয়ত। এডভোকেসি, গবেষণা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির নানা প্রশিক্ষণ প্রজ্ঞার কর্ম পরিধির প্রধান জায়গা। প্রজ্ঞা বিশ্বাস করে নিবিড় গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগে, নীতিনির্ধারণী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে এডভোকেসি কর্মকাণ্ডের বিকল্প নেই। তবে সেই এডভোকেসি কার্যক্রম হতে হবে বাস্তবধর্মী, যুগোপযোগী এবং সর্বোপরি ইনোভেটিভ অর্থাৎ উদ্ভাবনীমূলক। প্রজ্ঞা এক্ষেত্রে বরাবরই প্রাধান্য দিয়েছে বাংলাদেশের গণমাধ্যমকে। আমাদের বিশ্বাস গণমাধ্যম হতে পারে জনস্বার্থের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। প্রজ্ঞার এমনি এক উদ্যোগ 'তামাক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যম'। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের সকল নাগরিককে তামাকের ভয়াবহতা থেকে রক্ষায় জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি নীতিনির্ধারক মহলের এবিষয়ে আরও মনযোগ আকর্ষণে গণমাধ্যমের ভূমিকা জোরালো করতেই প্রজ্ঞা'র এই প্রয়াস। ২০১০ সালের শুরুতে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনিস্টিটিউট (পিআইবি) যৌথভাবে বাংলাদেশে গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু করে। কর্মশালাগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ অনুসারে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডে সমন্বিতভাবে কাজ করার লক্ষ্যে একটি মিডিয়া নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়। Anti Tobacco Media Alliance (ATMA)-আত্মা নামে শুরু হয় তিন শতাধিক সদস্য বিশিষ্ট এই নেটওয়ার্কের পথচলা। 'মিডিয়া ফর টোব্যাকো কন্ট্রোল ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরাই মূলতঃ এই নেটওয়ার্কের সদস্য। এছাড়াও সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত এবং এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন এমন যে কোন ব্যক্তি এই নেটওয়ার্কের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করাই আত্মা'র প্রধান লক্ষ্য। প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এই নেটওয়ার্কের সচিবালয় হিসাবে কাজ করছে।

Bloomberg Philanthropies

CAMPAIGN FOR TOBACCO-FREE KIDS

সংখ্যা ০৯ । বর্ষ ০৪ । ডিসেম্বর ২০১৪

সম্পাদনা পর্ষদ

মর্তুজা হায়দার লিটন, শুচি সৈয়দ, রুহুল আমিন রুশদ, দৌলত আক্তার মালা
আমীন আল রশীদ, তাইফুর রহমান, এবিএম জুবায়ের

অলংকরণ

কাজী নাজমুল হাসান রাসেল

প্রকাশক

প্রজ্ঞা

বাসা ৬, মেইন রোড ৩, ব্লক এ, মিরপুর ১১, ঢাকা ১২১৬
ফোন: ৯০০৫৫৫৩, ফ্যাক্স: ৮০৬০৭৫১
ইমেইল: progga.bd@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.progga.org